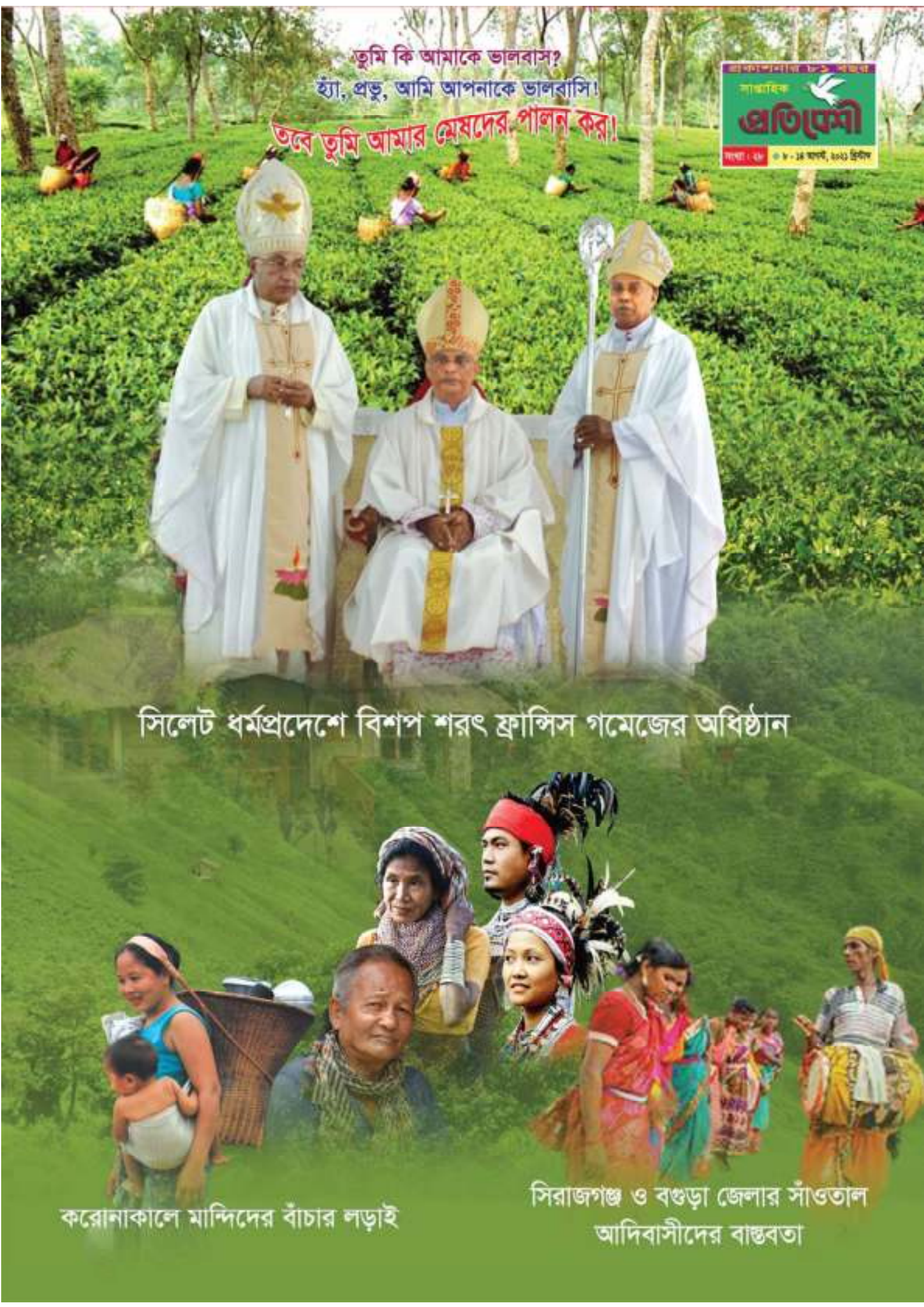

তুমি কি আমাকে ভালবাস?
হ্যাঁ, প্রভু, আমি আপনাকে ভালবাসি!
তবে তুমি আমার মেষদের পালন কর!
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সিলেট ধর্মপ্রদেশে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজের অধিষ্ঠান
করোনাকালে মান্দিদের বাঁচার লড়াই
সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের বাস্তবতা

প্রয়াত অমল প্রামানিক
জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

'শান্তি, মহাশান্তির মাঝে তুমি আছো
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো'

❖♥❖

বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে অর্থাৎ স্বর্গধামে পরম পিতার সান্নিধ্যে। বাবা এখন শুধুই তোমার শূণ্যতা অনুভব করি, যা পূর্ণ হবার নয়। ব্যক্তিগত জীবনে বাবা তুমি ছিলে সহজ-সরল, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ। আমরা সর্বদাই তোমাকে স্মরণ করি, তোমার উপস্থিতি অনুভব করি। তুমি আজও আমাদের মাঝে আছো। বাবা তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, যেন আমরা তোমার আদর্শে একজন সৎ ও প্রার্থনাশীল মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারি।

❖♥❖

শোকাহত পরিবারে পক্ষে,
প্রণতি প্রামানিক
নন্দিতা পারুল হালদার, অয়ন ইউজিন হালদার
রুমা প্রামানিক, ডনা ইভানা বর্মন
মার্টিন রিটো প্রামানিক, তিথি হালদার, অর্ঘ্য প্রামানিক

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :
প্রকৌশলী মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, লাইলী ভেরোনিকা প্রামানিক ও মার্টিন ফার্নান্দো প্রামানিক

বিজ্ঞ/২০৩/২১

প্রয়াত আগাথা বিশ্বাস

"চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়- বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন-করা আর্দ্র রজনী
চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে
আমার না-থাকা জুড়ে।"

অনেক বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, জন ও আঞ্জেলা দাড়িয়ার বড় মেয়ে ও আমাদের বড় বোন আগাথা বিশ্বাস করোনায় আক্রান্ত হয়ে ক্ষয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮ জুলাই ২০২১ বুধবার পৃথিবীর সকল মায়া ছিন্ন করে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তিনি স্বামী, এক মেয়ে ও ভাইবোন রেখে গেছেন। কর্মজীবনে তিনি ইউসেপ স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঈশ্বর তার আত্মার চিরশান্তি দান করুক।

পরিবারের পক্ষ থেকে
মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বিজ্ঞ/২০৩/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২৮
০৮ - ১৪ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৪ - ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visi: :** www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

## আদিবাসী অধ্যুষিত সিলেট ডাইয়োসিসে বিশপীয় অধিষ্ঠান

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা নিয়ে সিলেট ধর্মপ্রদেশ। ৪টি জেলাতে অবস্থিত শ্রীমঙ্গল, মুগাইপাড়, খাদিম, লক্ষ্মীপুর, রড়লেখা, জাফলং এবং রাজাই ধর্মপল্লীতে প্রায় ২০ হাজার কাথলিক জনগোষ্ঠী বসবাস করে। যাদের মধ্যে রয়েছে: খাসিয়া, গারো, উঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাড়িয়া, উড়িয়া, কন্দ, পাত্র, তেলেগু, ত্রিপুরারাজবংশী, মাহালী, ভূমিজ, মণিপুরী ইত্যাদি জাতি-গোষ্ঠী এবং অতি অল্প সংখ্যক বাঙালী। বিশাল পরিধির এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর পালকীয় সেবাদানে হলিক্রস ফাদার, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও অবলেট ফাদারদের সমন্বিত কার্যক্রমের সাথে জড়িত হন বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘ। অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে সিলেট এলাকার খ্রিস্টভক্তদের যত্ন নেওয়া হতো আসাম থেকে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। সিলেট পড়ে যায় পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তানে আর আসাম থাকে ভারতের অধীনে। ফলে আসামের পক্ষে সিলেট এলাকার যত্ন দান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই সিলেটের দায়িত্ব দেওয়া হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেণার ফাদার ভিনসেন্ট ডেলিভি সিএসসি-কে সিলেট এলাকায় পাঠায় এবং তিনি বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে ৭০০ জন কাথলিকের খোঁজ পান। একই বছরে শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দায়িত্ব দেওয়া হয় হলিক্রস ফাদারদের। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় মুগাইপাড় ধর্মপল্লী এবং দায়িত্ব দেওয়া হয় অবলেট ফাদারদের। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সযত্ন ভালোবাসা-সহযোগিতা এবং মিশনারী ও দেশীয় ফাদার-সিস্টারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সিলেট এলাকার খ্রিস্টবিশ্বাসের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ভৌগলিক দূরত্বের কারণে ও আরো অধিকতর পালকীয় যত্নদানের লক্ষ্যে ৮ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে সিলেটকে পৃথক করে নতুন ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। আর নতুন ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল নিযুক্ত করেছিলেন খুলনার তৎকালীন বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআইকে।

সিলেটের প্রথম ধর্মপালরূপে বিশপ বিজয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে। ধীরে ধীরে তিনি সিলেট ধর্মপ্রদেশকে গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। নয় বছর সময়কালে তিনি সিলেট ধর্মপ্রদেশের অবকাঠামো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। আরো অনেক কিছু করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। কিন্তু ঈশ্বর তাকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্বে নিয়ে গেলে সিলেট বিশপ শূণ্য হয়ে পড়ে। সিলেটের ভক্তজনগণের জন্য বিশপ বিজয়ের অন্যত্র যাওয়াটা কষ্টকর হলেও তারা আশায় বুক বাঁধতে থাকেন নতুন একজন ধর্মপালের। অবশেষে এ বছর মে মাসের ২২ তারিখে ঢাকার সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে সিলেটের জন্য নতুন ধর্মপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। নাম ঘোষণার পরপরই সিলেটের যাজক ও ভক্তজনগণ তাদের নতুন মেষপালককে যথাযথভাবে গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। অবশেষে সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে করোনা মহামারীর মাঝেই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত সংখ্যকের উপস্থিতিতে সিলেটের ২য় ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজের অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ২০ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের অস্থায়ী ক্যাথিড্রাল লক্ষ্মীপুর মিশনে। অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর স্বল্পসংখ্যক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। নতুন ধর্মপাল প্রাপ্তিতে তারা আনন্দচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। নতুন ধর্মপাল তাদের পাশে থাকবেন এবং কঠিন সময়ে আশার আলো দেখাবেন বলে প্রত্যাশা করেন। একই সাথে স্থানীয় মণ্ডলী গড়তে খ্রিস্টভক্তরা সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা বলেন। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস ইতোমধ্যে ঢাকার সহকারী বিশপ হিসেবে ৫ বছর কাজ করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যা সিলেট ধর্মপ্রদেশকে পরিচালনা করতে সহায়ক হবে। ইতোমধ্যে তিনি সিলেট ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল হিসেবে সিলেটের প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন। সঙ্গতকারণেই ধর্মপালরূপে তিনি আদিবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজে গতিশীলতা আননয় করবেন। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিসের বিশপীয় কাজের শুরুতেই শ্রীমঙ্গলে নটরডেম স্কুল ও কলেজের যাত্রার শুরুর মধ্য দিয়ে সমগ্র ধর্মপ্রদেশে শিক্ষার আলো প্রজ্জলিত হোক।

সিলেট ধর্মপ্রদেশের বড় সম্পদ আদিবাসী জনগোষ্ঠী; যারা কঠিন পরিশ্রমী ও সহজ-সরল জীবনের অধিকারী। সিলেটের আদিবাসীদের মতো সারা দেশের আদিবাসীরা সুবিধাবঞ্চিত বলে তারা মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে এখনো পিছিয়ে। তবে সুযোগ-সুবিধা ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আদিবাসীরাও জাতীয় সম্পদ হতে পারেন তা আমরা আমাদের ক্রীড়াঙ্গণের দিকে তাকালেই দেখতে পাই। মুক্তিযুদ্ধে যথেষ্ট সংখ্যক আদিবাসীদেও অংশগ্রহণ তাদের দেশপ্রেম প্রকাশ করে। এই সকল দেশপ্রেমিক আদিবাসীদের যখন নিজ দেশে যন্ত্রণা-বঞ্চনার শিকার হতে হয়; তখন দুঃখটা আদিবাসীদের হলেও লজ্জাটা সমগ্র দেশের। ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত হয় বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে। আদিবাসীদের যথার্থ শ্রদ্ধা-সম্মান দান করার মধ্যদিয়েই এসব উদ্‌যাপন সার্থক হবে।

আমিই সেই জীবন-রুটি : যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না। ( *যোহন ৬:৩৫*)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

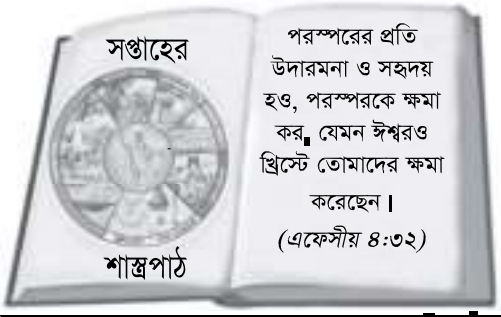


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৮ - ১৪ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**৮ আগস্ট, রবিবার**
১ রাজা : ১৯: ৪-৮, সাম ৩৪: ২-৫, ৬-৯,
এফেসীয় ৪: ৩০--- ৫: ২, যোহন ৬: ৪১-৫১

**৯ আগস্ট, সোমবার**
২য় বিবরণ ১০: ১২-২২, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, মথি ১৭: ২২-২৭

**১০ আগস্ট মঙ্গলবার**
সাধু লরেন্স ডিকন ও ধর্মশহীদ-এর পর্ব
২ করি ৯: ৬-১০, সাম ১১২: ১-২, ৫-৯, যোহন ১২: ২৪-২৬

**১১ আগস্ট, বুধবার**
সাধ্বী ক্লারা, কুমারী-এর স্মরণ দিবস
২ বিবরণ ৩৪: ১-১২, সাম ৬৬: ১-৩ক, ৫, ৮, ১৬-১৭,
মথি ১৮: ১৫-২০

**১২ আগস্ট, বৃহস্পতিবার**
যোশুয়া ৩: ৭-১০ক, ১১, ১৩-১৭, সাম ১১৪: ১-৬ , মথি ১৮: ২১--- ১৯: ১
+ ১৮৯৭ ফা. বন্নে রোস, সিএসসি
+ ১৯৬০ ব্রা. যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)

**১৩ আগস্ট, শুক্রবার**
যোশুয়া ২৪: ১-১৩, সাম ১৩৬: ১-৩, ১৬-১৮, ২১-২২, ২৪, মথি ১৯: ৩-১২

**১৪ আগস্ট, শনিবার**
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
যোশুয়া ২৪: ১৪-২৯, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-৮, ১১, মথি ১৯: ১৩-১৫

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**৮ আগস্ট, রবিবার**
+ ১৯৭৩ সি. সেত-দোলার সিএসসি

**৯ আগস্ট, সোমবার**
+ ১৯২২ সি. এম. ইউফ্রোসিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

**১০ আগস্ট মঙ্গলবার**
+ ১৯৫৩ ফা. মাথিয়াস জে. অসওয়াল্ট, সিএসসি (ঢাকা)

**১১ আগস্ট, বুধবার**
+ ১৯৪৫ সি. এম. ইউফ্রেজিয়া গ্রিফিন, সিএসসি
+ ১৯৬০ ফা. বেনিতো রোতা, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ সি. মেরী বার্ণার্ড, এমসি (ঢাকা)

**১২ আগস্ট, বৃহস্পতিবার**
+ ১৮৯৭ ফা. বন্নে রোস, সিএসসি
+ ১৯৬০ ব্রা. যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)

**১৩ আগস্ট, শুক্রবার**
+ ১৯০৬ সি. এম. হিলারী, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৪৩ সি. এম. কলম্বা কেন্সি, সিএসসি
+ ১৯৮০ ফা. চেস্টার স্লাইডার, সিএসসি (ঢাকা)

**১৪ আগস্ট, শনিবার**
+ ১৮৫৫ ফা. মাইকেল ভয়াসিন, সিএসসি
+ ১৯৭২ ফা. আঞ্জেলো মাজ্জিওনি (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সি. মেরী কনিকা, এসএমআরএ (ঢাকা)

# সবাই ভাই-বোন প্রসঙ্গে কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পথ চলার ৮১ বছর, ১১ সংখ্যায় প্রকাশিত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র "Fratelli Tutti / সবাই ভাই-বোন" এর সার সংক্ষেপ ও অনুধ্যান লেখায়- উপসংহার, পোপ মহোদয়ের কিছু ইচ্ছার কথা দিয়ে ইতি টানতে চাই। "আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই যে, প্রত্যেক মানব ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে ভ্রাতৃত্বের..... সবার কাছেই ভাইবোন হওয়ার স্বপ্ন দেখি"। স্বপ্ন পূরণে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন উপলব্ধিতে সাপ্তাহিকে প্রকাশে সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই-কে আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ সমবায়ী অভিনন্দন জানাই।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংঘ ও সমিতি পরিচালনায় ক্ষমতাবান পরিচালকদের কাজে সমাজে তেমন কোন জবাবদিহিতা না থাকায় "কালোমেঘে" আচ্ছন্ন হয়ে সর্বদা নানা ধরণের সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। সমাজের অনেকেই অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও পরিবেশ বিবেচনায় নিজেকে ঝামেলামুক্ত রাখতে চুপ থাকা শ্রেয় মনে করেন। কারণ সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের কথা শুনবে কে, সবাই ব্যস্ত। এখানেই সমস্যা। সুতরাং একটি ঠিকানা খুবই প্রয়োজন। ফাদার ও সিস্টারগণ সর্বদা মণ্ডলীর পালকীয় কাজে ব্যস্ত, সুতরাং তাদের একাজে না জড়ানোই ভাল মনে করি। বরং ব্রাদার, শিক্ষক ও কাটেখিস্টদের সাথে আলোচনায় যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদানে সুফল পাওয়া সম্ভাবনাই বেশি। প্রশাসন পরিচালনায় বিভিন্ন ধর্মপল্লীর প্যারিশ কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও সংঘের ভাইবোনদের সহযোগিতায় খ্রিস্টভক্তদের "সামাজিক মূল্যবোধ" সম্পর্কে শিক্ষাদানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অচিরেই নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠবে বিশ্বাসবোধ এবং প্রত্যয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে সবার কাছে ভাই-বোন হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতবৃন্দ চ্যাপলেইন হিসাবে খ্রিস্টভক্তদের অন্তরে ধর্মীয় বিশ্বাসের বীজ বপন ও সেবামূলক কাজে উৎসাহ দান করলে ক্রমান্বয়ে "কালোমেঘ" উঠে যাবে। শিক্ষা সেমিনার খরচ বহনে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতির "শিক্ষা তহবিল" ব্যবহারে পরিষদ অর্থনৈতিক চাপমুক্ত থাকবে এবং সমাজ উপকৃত হবে। ব্যক্তিগত চিন্তাধারা সুহৃদ পাঠকবৃন্দের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রত্যাশা করি।

Charity Begins at Home কথা অনুসারে পিতা-মাতা সন্তানদের লেখাপড়ার পাশাপাশি মিথ্যা কথা বলবে না ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞানদানে পূর্ণতা লাভে ভবিষ্যৎ সেবামূলক কাজে প্রেরণা জোগাবে।

পরিশেষে বিশেষ অনুরোধ, সার্বিক উন্নয়নের চিন্তাধারায় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পরিচিত লোকজনকে "ভাই কেমন আছেন" সম্বোধনে এবং মনের ভাব প্রকাশে ক্রমান্বয়ে ভ্রাতৃত্বের প্রেম-ভালবাসায় সিক্ত, সচেতনতা বৃদ্ধি ও চর্চায় মেষপালকের স্বপ্ন পূরণ ও বাস্তবায়নের পথ সহজ হবে।

**পিটার পল গমেজ**
মুনিপুড়ি পাড়া , ঢাকা।

# প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর ঘটনা

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

**সূচনা:** প্রভু যিশুর রূপান্তর ঘটনায় দু'টি বিষয় খুবই স্পষ্ট প্রথমটি হল আসন্ন যাতনা ভোগ ও মৃত্যুর কথা। অপরটি হচ্ছে সুনিশ্চিত পুনরুত্থানের কথা। যিশু মৃত্যু পর্যন্ত আত্মদানের ফলে যে মহিমা অধিকার করবেন তার পূর্ব ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। যিশু তাঁর পূর্ব আত্মদান করতে এগিয়ে চলেছেন বলে ঈশ্বর দ্বারা মহিমান্বিত হবেন। তিনজন শিষ্যের উপস্থিতিতে তারা যেন যিশুর নির্দেশিত আত্মদানের পথে এগিয়ে যেতে উতস্ততঃ না করেন সে জন্যে তিনি তাদের সামনে তাঁর আসন্ন মহিমার পূর্বাভাস দান করেন। তারা যদি যিশুর আত্মদানের অংশী হতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে তারা তাঁর মহিমারও অংশী হবেন।

প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর ঘটনা মথি, মার্ক ও লুক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনজন সুসমাচার লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন হলেও মূল রহস্য পরিস্কারভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসী ঐশজনগণের সম্মুখে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

**যিশুর রূপান্তরের কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন:** যিশুর রূপান্তর গেৎসিমানী বাগানে যিশুর পরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। তার কয়েকটি চিহ্ন যেমন-

১. যিশুর রূপান্তর এবং মৃত্যুর পূর্বে যিশুর পরীক্ষা একই স্থানে- জৈতুন পাহাড়ে ঘটে (*লুক ৯:২৮, ২২:৩১*)

২. এই দু'ঘটনার সময়ে যিশু প্রার্থনায়রত ছিলেন *(লুক ৯:২০, ২২:৩১)*

৩. দু'ঘটনায়ই শিষ্যদের ঘুমানোর কথা আছে *(লুক ৯:৩২, ২২:৪৫)*

৪. রূপান্তরের ঘটনায় মোশী ও এলিয় যিশুর সঙ্গে যেরুশালেমে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করেন *(লুক ৯:৩১)*

৫. এই দু'ঘটনার মধ্যে প্রথমটিতে যিশুর চেহারা বদলে গিয়ে স্বর্গীয় রূপ ধারন করে *(লুক ৯:২৯)* এবং দ্বিতীয়টিতে যিশুর চেহারা দুঃখপূর্ণ হয়ে উঠে *(লুক ২২:৪৪)*

সাধু লুক দু'টি ঘটনার তুলনা করে প্রকাশ করতে চান যে, যিশুর এই গৌরবময় রূপান্তর তাঁর দুঃখময় অবস্থার পূর্ণ আত্মদান করেন বলেই গৌরবময় রূপান্তরের সঙ্গে যিশুর পূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে যিশুর রূপান্তর সম্ভব হয়েছে।

যিশু তাঁর এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিষ্যদের সামনে রাখেন। তারা যিশুর গৌরবে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সেই গৌরবের অংশী হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন *(লুক ৯:৩৩)* তারা এই গৌরবের অংশীদার হবেন ঠিকই, কিন্তু এক শর্তে, তাদেরকে যিশুর আদর্শ ও শিক্ষা মেনে চলতে হবে। *(লুক ৯:৩৫)* তারা যেমন গৌরববান্বিত যিশুকে গ্রহন করতে প্রস্তুত তেমনি আপমানিত, লাঞ্চিত ও পরিত্যক্ত যিশুকেও গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই শেষে তারা যিশুর চিরস্থায়ী জয়ের অংশী হতে পারবেন।

**যিশুর রূপান্তর ঘটনার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় :**

**১) কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে** ***(মার্ক ৯:২)*** এই তিনজনে শিষ্য যিশুর বিশেষ আত্ম প্রকাশের প্রত্যক্ষদর্শী হতে মনোনীত হন। তারা এখন যিশুর মহিমা দেখবার সুগোগ পান। কিছুক্ষন পরে তারা আবার যিশুর আত্মপ্রকাশ দেখতে পাবেন, কিন্তু মহিমার মধ্যে নয় বরং গেৎসিমানী বাগানে মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে। তখন তাঁরা স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন যে, যিশুর মহিমা ও তাঁর যাতনাভোগ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যিশুর মহিমা যেতে স্থির থাকবেন, কারণ তা প্রকৃত পক্ষে পরাজয়ের পথ নয় বরং সুনিশ্চিত জয়ের পথ।

**২) "উচু পাহাড়, ঝলসানো সাদা কাপড়, মেঘ"** ***(মার্ক ৯:২৩, ৭)*** এই তিনটি জিনিস বাইবেলের ভাষায় ঐশ্বরিক মহিমার চিহ্ন স্বরূপ ধরা হয়। এ ঐশ্বরিক ঘটনার বিবরন যা রহস্যের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়।

**৩) "তাঁর চেহারা বদলে গেল"** ***(মার্ক ৯:২)*** এ ঘটনায় যিশুর ঐশরিক পরিচয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে যা তিনি পুনরুত্থানের সময়ে অধিকার করবেন।

**৪) "এলিয় ও মোশীকে দেখতে পেলেন"** ***(মার্ক ৯:৪)*** এ দু'ব্যক্তি ঈশ্বরের মুক্তির ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। উভয়েই ঈশ্বরের মনোনীত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাদের পূর্ণ আত্মদানের ফলে তাঁরা ঈশ্বর দ্বারা মহিস্বান্বিত হয়েছেন। 'হরেব' পর্বতে মোশীর রূপান্তর *(যাত্রাপুস্তক ৩৪:২৯)* যিশুর রূপান্তরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রবক্তা এলিয় আগুনের রথে ঈশ্বর দ্বারা উপনীত হলেন *(২ রাজাবলী ২ঃ১১)।* যিশুর রূপান্তরে তাঁরা উপস্থিত হন কারন তাঁরা যিশুর পূর্ব ছবি। তাঁরা যিশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেন যে, ইনি হলেন সেই মশীহ যার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং যিনি সমস্ত মুক্তির ইতিহাসের পূর্ণতা দান করেন।

**৫) "গুরু ভালোই হয়েছে আমরা এখানে আছি"** ***(মার্ক ৯:৫)*** যিশুর রূপান্তর প্রকাশ করে তাঁর জীবনের পূর্ণতা লাভ। যিশু তাঁর এই পূর্ণ ও গৌরবময় জীবনে আপন শিষ্যদের ও অংশী করতে চান। এই শেষ পর্যায়ের দিকে মানুষ তাকিয়ে আছে; এখানে সে পাবে পূর্ণ ও চিরস্থায়ী আনন্দ। পিতর এই আনন্দপূর্ণ অবস্থার পূর্বাভাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলে স্বীকার করেছেন। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে পিতর সেই অবস্থা লাভ করার পথ গ্রহন করবেন। সেই একমাত্র পথ হলো যিশুর মত পরের জন্য আত্মদান করা।

**৬) "তাঁরা খুব ভয় পেয়েছিলেন"** ***(মার্ক ৯:৬)*** ঈশ্বর যখন কোন মানুষের কাছে দেখা দেন তখন মানুষের অন্তরে খুব ভয় আসে। সমস্ত দূত দশর্নের বিবরণে আমরা একথা পাই। এই ভয় কিন্তু সাধারন বিপদের ভয় বুঝায় না, বরং বুঝায় ঈশ্বরের সামনে মানুষের ভক্তিপূর্ণ আরাধনা। শিষ্যদের অন্তরে ভয়ের কথা বলতে বুঝায় যে, তারা একটি ঐশ্বরিক রহস্যময় ঘটনা প্রতক্ষ করেছেন এবং গভীরভাবে ঈশ্বরের

উপস্থিতি অনুভব করেছেন।

**৭) "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র"** ***(মার্ক ৯:৭)*** এ বাণী এই অংশের কেন্দ্র। একই বাণী ঘোষিত হয়েছে যিশুর বাপ্তিস্মের সময়েও *(মার্ক ১:১১)*। সেখানে যিশুকে উদ্দেশ্য করে বাণী উচ্চারিত হয়েছে; এখানে তিনজন শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে বাণী উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বর যিশুকে পূর্ন স্বীকৃতি দান করেন ও তাঁর আত্মদান গ্রহণ করেন। তা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, যিশুর আসন্ন যাতনাভোগ ও মৃত্যু সত্যিই মুক্তির জন্য ঈশ্বরের মনোনীত পথ। যিশুর পক্ষে ঈশ্বরের স্বীকৃতি পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে। পুনরুত্থিত যিশুকে শিষ্যদের যিশুর পথে চলতে আর দ্বিধা করবেন না কারণ এইভাবেই তারা ও যিশুর পুনরুত্থানের অংশী হবেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের এই বাণী মোশীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে *(দ্বিতীয় বিবরণ ১:১৫)*। একথার অর্থ হয় যে, যিশু "নতুন মোশী" হিসেবে ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছেন।

**৮. "যিশু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না"** ***(মার্ক ৯:৮)*** প্রবক্তা এলিয় ও মোশী অদৃশ্য হয়ে যান, তাঁরা তাদের ভূমিকাকে যিশুর উপরে ছেড়ে দেন। যিশু এখন সেই একমাত্র ঈশ্বরের মনোনীত নেতা যাকে সমস্ত মানুষ গ্রহন করতে আহূত। তিনিই মানব জাতিকে জীবন পথে পরিচালনা করেন।

**৯. "তোমরা যা দেখলে তা কাউকে বলো না"** ***(মার্ক ৯:৯)*** যিশুর মহিমা শিষ্যগণ পুনরুত্থানের পর মানুষের কাছে ঘোষনা করবেন, তার আগে নয় কেননা মাত্র তাঁর যাতনা ভোগ ও মৃত্যু দেখার পর মানুষ বুঝতে পারবে যিশুর মহিমা। এখন প্রকাশ করলে অনেকে ভুল বুঝবে কারণ এখনও অনেকের মনে মহিমা মানে মাত্র জাগতিক গৌরব ও ক্ষমতা। যিশুর মহিমা কিন্তু জাগতিক মহিমা নয়; মৃত্যু পর্যন্ত আত্মদানের মধ্যে প্রমাণ হবে যে, তিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।

**উপসংহার :** পৃথিবীতে পুরুষ ও নারী নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে যত প্রকার প্রসাধনী, কাপড় পরিধান করে। কিন্তু জন্মলগ্ন হতে যে রূপ লাবন্য দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তার সমতুল্য কোন কিছু ব্যবহার করে সম্ভব নয়। জাগতিক অপচেষ্টা করে কত অর্থ, সময় মানুষ ব্যয় করে। কিন্তু তেমন কোন পরিবর্তন বা লাভ হয় বলে মনে হয় না। প্রভু যিশুর চেহারার দিব্য রূপান্তরে বাহ্যিকতার লেশ মাত্র নেই। ঐশরিক উজ্জ্বলতায় মহিমাময় গৌরব, যিশু ধারণ করে মৃত্যু যন্ত্রনা ও দুঃখ কষ্টের সাথে আনন্দময় পুনরুত্থানের প্রকাশ ঘটাতে রহস্যময় এদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :**

- মথি লিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা- ফাদার জি. অরলান্দ
- মার্ক লিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা- ফাদার জি. অরলান্দ
- লুক লিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা ফাদার জি. অরলান্দ
- মঙ্গলবার্তা

## উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

(রেজিষ্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩)

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা), ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মোবাইল নং- ০১৭৬৭০২২৩৭, ০১৭১৭১৫৩১২৩, E-mail: ucbss_ltd@yahoo.com, ucbssltd@gmail.com

সূত্র নংঃ উ.খ্রী.ব.স.স.লিঃ (২৫তম এজিএম) ঃ ২০২১-২২/০৪ ৮ই আগষ্ট, ২০২১ খ্রিঃ

# ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন'২১ সংক্রান্ত নোটিশ

এতদ্বারা 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'এর সম্মানিত সকল সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৬ই আগষ্ট, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৮ই অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ, রোজ- শুক্রবার, সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-তে সমিতির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত নির্বাচনে সমিতির সকল সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন সেক্রেটারি, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন ট্রেজারার ও ৭ (সাত) জন ব্যবস্থাপনা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এছাড়াও সমিতির ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির ৩ (তিন) জন করে সদস্য সমিতির সকল সদস্যেগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে সমিতির সকল সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

**: আলোচ্যসূচী :**

১. উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ ও কোরাম ঘোষণা, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন ও প্রার্থনা।
২. মৃত সদস্যদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন।
৩. চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য।
৪. ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৫. ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৬. আর্থিক প্রতিবেদন ঃ প্রাপ্তি-প্রদান, লাভ-ক্ষতি ও লাভ-ক্ষতি আবন্টন হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৭. অডিট সার্টিফিকেট উপস্থাপন।
৮. প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৯. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
১০. পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
১১. বিবিধ ও লটারী ড্র।
১২. নির্বাচন ও ফলাফল ঘোষণা।
১৩. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

**যতীন মারান্ডী**
সেক্রেটারি, উ:খ্রী:ব:স:স:লিঃ

**তার্সিসিউস পালমা**
চেয়ারম্যান, উ:খ্রী:ব:স:স:লিঃ

অনুলিপি ঃ ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা ২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা ৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড ৪। সমিতির অফিস ফাইল

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

ক. সমিতির নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া ভোটার তালিকায় নাম, সদস্য নম্বর ও ঠিকানা ভুল বা বাদ পড়লে তা আগামী ২৩/০৮/২০২১ খ্রিঃ মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হলো।

খ. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

গ. সকাল ৯ টার মধ্যে সভার উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘ. সকাল ১০ টার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবল মাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ. ***সরকারী স্বাস্থ্য বিধি মোতাবেক সভাস্থলে প্রত্যেকের মুখে মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক।***

বিজ্ঞ/২১০/২০২১

# করোনা বাস্তবতায় সাধু যোসেফ-বর্ষে “রোগীদের আশা” সাধু যোসেফ

**ফাদার সুশীল লুইস**

কথায় বলে স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল, সকল সম্পদের মহা-সম্পদ, পরম চাওয়া। প্রবাদের কথায় অন্যভাবে বলা যেতে পারে: “সুস্থ শরীর উত্তম সম্পত্তি”। আর মানুষ সর্বদা সুস্বাস্থ্য চায়। কারণ “সর্ব প্রথম ধনই স্বাস্থ্য” বলেছেন ইমারসন। আরবী প্রবাদে বলে: “যার স্বাস্থ্য আছে তার আশা আছে; আর যার আশা আছে তার সব কিছুই আছে।” কারণ স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির কোন কিছুতেই বেশি উপকার হয় না। শরীর অসুস্থ থাকলে শরীরে মনে কোন সুখ থাকে না। শরীর সুস্থ না থাকলে মানুষ সুস্থ চিন্তা করতে পারে না, জ্ঞানের পথে চলতে পারে না। সে কারণে মানুষ সবাই সুস্থ থাকতে ভালবাসে। শরীর মন ভাল থাকলে সব ভাল থাকে। সেখানে আনন্দ ও স্বস্তি থাকে। তবে টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য কিনতে পারা যায় না। অনেক সাধনা করে মানুষকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী ক'রে পৃথিবীতে চলতে হয়। শরীর রক্ষা ক'রে তবে ধর্মকর্ম করতে হয়। মানুষ নিজের বহুবিধ চেষ্টা ও উদ্যমে নিজেকে স্বাস্থ্যময় ও প্রফুল্ল রাখতে সক্ষম হয়। তবে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করে, নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয়। স্বাস্থ্যপ্রদ কোন কিছু করা হল সুখকর, তাতেই স্বাস্থ্য রক্ষা যায়। আনন্দপূর্ণ ও নির্মল মন থাকলে স্বাস্থ্যকরভাবে সব করা যায়। তখন প্রবাদের কথায় বলা যেতে পারে : “নীরোগ শরীর যার বৈদ্যে তার করবে কি?” স্বাস্থ্যকর উপাসনা করে সুস্থ মন লাভ করা যায়।

কিন্তু বর্তমানে নানা অসুস্থতায় মানুষ ক্লান্ত, হতাশ, ভীত, বিচ্ছিন্ন বিশেষভাবে করোনাভাইরাসের কারণে। এতে মানুষের সামাজিকতায় দূরত্ব এসেছে, সম্পর্ক, রীতিনীতি, দায়বোধ প্রভৃতি হালকা হচ্ছে, জীবন ভারজনক হচ্ছে। ফলে বাড়ছে মানুষের কষ্ট, দুঃশ্চিন্তা, স্ববন্দিদশা। কত মানুষ অস্থির হয়ে হা-হুতাশ করছে, বর্তমান বাস্তবতায় নিরাময় খুঁজছে। দেশ, জাতি ধর্ম নির্বেশেষে মানুষ সচেতন হয়ে সুস্থ থাকতে কত কিছুই করছে, বিভিন্নভাবে কত চেষ্টা করছে; কত উপায়, পরামর্শ, বিধি, উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করছে। তারপরও অসুস্থতা কমছে না, মনে হয় মানুষের সব চেষ্টা যেন তত ফল আনছে না; আর স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মাঝে মাঝে কোভিড-১৯ ভয়াবহরূপে বাড়ছে। এমতাবস্থায় সকলে মনে রাখি যেখানে মানুষের চেষ্টা শেষ সেখানেও ঈশ্বর নানা মাধ্যম, পথ, ব্যক্তি ঘটনা প্রভৃতি ব্যবহার করে বিচিত্র দয়ার কাজ করতে পারেন। তাই মানুষ ঈশ্বর ভরসায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে- মানুষের শেষ ভরসা যেন ঈশ্বর; যেখানে আশা নেই সেখানে ঈশ্বর আশা, সাধু-সাধ্বীগণ ও তাদের প্রার্থনা ভরসা। কেননা সিদ্ধগণ বিশেষ পবিত্রতা অর্জন করে মণ্ডলীর ঘোষণা অনুসারে স্বর্গে আছেন, আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন। সাধু যোসেফের বছরে বর্তমানের করোনা যুদ্ধে আমরা সাধু পুরোধা যোসেফকে সামনে রাখি। মিসরের লোকেরা ক্ষুধার কষ্টে সেখানকার রাজার নিকট আসলে তিনি তাদের সহায়তা দিতে বলতেন–যোসেফের নিকটে যাও। তেমনি আমাদের বর্তমানের করোনাভাইরাসের “এই দুঃসময়ে স্বর্গ মর্তের রাজা মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে আমাদিগকেও উৎসাহ দিচ্ছেন: সাধু যোসেফের সম্মানার্থে মার্চ মাসে বিশেষভাবে এই পুণ্যবান পুরুষকে স্মরণ ও সম্মান কর। তাঁর জীবনের আদর্শ ধ্যান করে তাঁর কাছে আপনাপন কষ্ট এবং অভাব জানাও। আমরা এই আহ্বান শুনে সিদ্ধ যোসেফের বিষয় ধ্যান করব, কারণ সাধু যোসেফের সম্বন্ধে যা কিছু সুন্দর ও উৎসাহজনক, যা কিছু তার প্রতি সম্মান, ভক্তি, ভরসা ও প্রেম বাড়াতে পারে, সেসকলই মণ্ডলী তার স্তবের মধ্যে মনোহর মালার ন্যায় গেঁথে দিয়াছেন” *(বই- যোসেফের নিকটে যাও- পৃষ্ঠা-১)*। আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধু যোসেফ ও মা মারীয়া মস্থ্যস্থতায় ভরসা রাখি।

কারণ তাদের গুরুত্ব সার্বজনীন; তাই সেভাবে সার্বজনীন মণ্ডলীতে তাদের স্মরণ করা দরকার। তারা আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন তাদের অনুসরণ করে আমরা খ্রিস্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারব। নিজের জন্ম ও পরিণাম চিন্তা করে স্রষ্টার আরাধনা করা উচিৎ। সেজন্য ধর্মকর্ম প্রার্থনা প্রভৃতির দিকে অনেকে মন দিচ্ছে। কারণ প্রাচীনকাল থেকে মানুষ অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে ধর্মনিষ্ঠ সাধুগণের আশ্রয় নিতো।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলের খ্রিস্ট মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: যারা স্বর্গে আছেন, তাদের স্মৃতিচারণ করার উদ্দেশ্য শুধু তাদেরকে সম্মান দেখানোই নয় বরং ভ্রাতৃপ্রেম অনুশীলনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মায় সমগ্র মণ্ডলীর ঐক্য শক্তিশালী করে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য *(দ্র. এফে ৪:১৬)*। এই পৃথিবীতে তীর্থযাত্রাকালে, মানুষের মধ্যে খ্রিস্টীয় মিলন যেমন আমাদেরকে খ্রিস্টের নিকট যেতে সাহায্য করে, তেমনি সাধু-সাধ্বীদের সাথে আমাদের পুণ্য সংযোগ খ্রিস্টের সাথে আমাদেরকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে, কারণ উৎস ও মস্তকরূপ খ্রিস্ট থেকেই প্রবাহিত হয় ঐশ জনগণের জীবন ও অনুগ্রহ-ধারা। সাধুসাধ্বীরা হলেন যিশু খ্রিস্টের বন্ধু, তার সহ উত্তরাধিকারী, তাঁরা আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নী ও উপকারী বন্ধু; তাদেরকে ভক্তি করা এবং তাদের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া আমাদের কর্তব্য, নম্রভাবে তাদের নিকট প্রার্থনা করা, তাদের প্রার্থনায় সাহায্য যাচনা করা, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর পুত্র এবং আমাদের মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমাদের মঙ্গলজনক সকল প্রয়োজন তুলে ধরতে তাঁদের সহায়তা যাচনা করা আমাদের জন্য হিতকর। স্বর্গবাসীদের নিকট অর্পিত অমাদের সকল অকপট ভক্তি সমুদয় “সাধুদের মুকুট” সেই খ্রিস্টের দিকেই আমাদের নিয়ে যায় এবং তাঁরই মাধ্যমে তা উপনীত হয় ঈশ্বর সমীপে, যিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান এবং মহিমান্বিত।” **(চলবে)**

# সিলেট ধর্মপ্রদেশে ধর্মপালরূপে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এর অধিষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিবেদক :** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট ধর্মপ্রদেশ। চা বাগান, পাহাড়-অরণ্য, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওর, ঝর্ণা ইত্যাদি মিলিয়ে সিলেট যেন রূপের রাণী। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত পাকিস্থান বিভক্ত হবার পর সিলেট অঞ্চলকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অধিনস্থ করা হয়।

চা শ্রমিকদের এবং খাসিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিচর্যার জন্য ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার সিএসসি পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক ফাদার ভিনসেন্ট ডিলেভি সিএসসি-কে অত্র এলাকায় প্রেরণ করেন। হলিক্রস ফাদার, পরবর্তীতে ডাইয়োসিসান ও অবলেট ফাদারদের সযত্ন ভালোবাসায় ও সেবায় অনেকেই খ্রিস্টকে গ্রহণ করেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিলেট ধর্মাঞ্চল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অতঃপর ৮ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট সিলেটকে নতুন ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে পৃথক করে নতুন প্রশাসনিক কর্ম এলাকা তৈরী করে দেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে নব প্রতিষ্ঠিত সিলেট ধর্মপ্রদেশের শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় এবং এর প্রথম ধর্মপাল হিসেবে মনোনীত হন বিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই।

সিলেট ধর্মপ্রদেশ ৪টি জেলা (সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ) নিয়ে গঠিত, যেখানে প্রায় ২০ হাজার কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসী বসবাস করে। খাসিয়া ঘনিষ্ঠ ধর্মপ্রদেশে গারো, হাজং, কোচ, বানাই, পাত্র, মণিপুরি এবং চা বাগানে মুন্ডা, উড়াও, সান্তাল, খারিয়া, উরিয়া আদিবাসীসহ অন্যানা চা শ্রমিকগণ এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী খ্রিস্টভক্তরা রয়েছে। সিলেটের অবস্থানরতর আদিবাসী ভাই-বোনেরা অত্যন্ত সহজ-সরল, অতিথিপরায়ন, সৎ, পরিশ্রমী ও ধর্মপ্রাণ। সিলেট এলাকাতে প্রায় ২২৫ টি ছোট-বড় চা বাগান রয়েছে। ৭৫ টি বাগানে কাথলিকগণ জড়িত আছেন। তাই বাগানী, খাসিয়া জনগোষ্ঠী ধর্মপ্রদেশের বড় একটি অংশ।

বিশপ শরতের মা, বোনসহ অন্যান্য বিশপগণ

২০ জুলাই ছিল সিলেট ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের জন্য একটি বিশেষ দিন। কারণ এই দিনে তারা পেয়েছে তাদের নতুন ধর্মপালকে। বিগত কয়েক মাস অপেক্ষা ছিল এই আনন্দময় দিনটির জন্য। বিগত ২ জুলাই বিশপীয় অধিষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই বিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান ২০ জুলাই ২০২১ সিলেট ধর্মপ্রদেশের লক্ষীপুর মিশনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অনুষ্ঠিত হয়।

মে মাসে সিলেটের জন্য নতুন বিশপের নাম ঘোষণা হবার পর পরই তার অধিষ্ঠানকে ঘিরে সিলেট ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে একদিকে ব্যস্ততা আর অন্যদিকে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে এই অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য। বিশপীয় অনুষ্ঠানের ১ সপ্তাহ পূর্ব থেকেই ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ এবং বিভিন্ন পুঞ্জি থেকে আগত যুবক-যুবতীরা অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত অনেক পরিশ্রম করেন। সবাই কঠোর পরিশ্রম করলেও নতুন ধর্মপালকে বরণ করে নেবার আনন্দ তাদেরকে ঘিরে রাখে।

১৯ জুলাই সকাল থেকেই সবাই আবেগাপ্লুত, কখন তাদের ধর্মপাল তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন। দুপুর ২ ঘটিকায় শোনা গেল বিশপ মহোদয় শ্রীমঙ্গল থেকে লক্ষীপুরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন। তাই একটু পরেই গানের দল ও অন্যান্য সবাই গেটের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলো। বেলা ৪:৩০ মিনিটে বিশপ মহোদয়, তার মা, দুই বোন এবং ঢাকা থেকে আগত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ লক্ষীপুর পৌছলে ফুলের মালা দিয়ে বিশপ মহোদয় এবং তাঁর মাকে বরণ করা হয়। উপস্থিত সমাবেশের কণ্ঠে 'বিশপ মহোদয়ের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম' শ্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠে। এরপর কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে বিশপ মহোদয়কে গির্জার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। গির্জার সামনে তিনি আসন গ্রহণ করেন। সেখানে তাকে পা ধোয়ানো হয়। এরপর বিশপকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হয় ক্যাথিড্রালের দ্বার উন্মোচন অনুষ্ঠান। আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই সহযোগে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস লক্ষীপুরে অবস্থিত অস্থায়ী ক্যাথিড্রালের দরজায় করাঘাত করলে তা খোলা হয় এবং বিশপ মহোদয় ভেতরে প্রবেশ করে রীতি অনুযায়ী ক্রুশ চুম্বন ও পবিত্র জল সিঞ্চন করেন। এর পরপরই শুরু হয় পবিত্র আরাধনা অনুষ্ঠান। আরাধনার পর নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে আগের দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২০ জুলাই সকাল ১০ টায় অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগ শুরুর কথা থাকলেও সকাল থেকেই অতিথিগণ মিশন চত্বরে আসতে থাকেন। আর সিলেট ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের মনে আনন্দ ততই বাড়তে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একে একে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি. ক্রুজ, আর্চ বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, বিশপ রমেন বৈরাগী, বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু

এবং বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি। আরো উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, স্থানীয় ব্যক্তিত্ব নাদেল, সহকারী ডিসিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাইয়োসিস ও ধর্মসংঘ থেকে আগত ৫০জন যাজক, বিভিন্ন সংঘের সিস্টারগণ, ৬জন সেমিনারীয়ান এবং কিছু সংখ্যক ভক্তজনগণ। উল্লেখ্য যে, বিশপের মাও এই খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রা সহকারে প্রথমে ধূপ, ক্রুশ, মোমবাতি, যাজকগণ, বিশপগণ গীর্জা ঘরে প্রবেশ করেন। পরে বিশপ শরৎ বেদীতে ধূপারতি দেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে বসেন। এরপর অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ফাদার গাব্রিয়েল সকলের উদ্দেশে বলেন যে, আমরা একজন নতুন ধর্মপাল পেয়েছি, তখন আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ফাদারকে জিজ্ঞাসা করেন নতুন ধর্মপালের অনুজ্ঞাপত্র আছে কিনা। তখন ফাদার বলেন, আছে এবং অনুজ্ঞাপত্রটি ফাদার ফ্রান্সিসকো রিজ্জো প্রথমে আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী এবং পরে অন্যান্য বিশপদের দেখান। যাজকদের দেখানোর পরে ইংরেজীতে তা পাঠ করেন। এরপর অনুজ্ঞাপত্রটি বাংলায় পাঠ করেন ফাদার দিপক কস্তা ওএমআই।

অনুজ্ঞাপত্র পাঠের পরে আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ও আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি. ক্রুজ বিশপ শরৎকে ক্যাথেড্রাতে বসান এবং তার হাতে পালকীয় যষ্ঠি তুলে দেন এবং সবার সামনে নতুন বিশপকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর প্রথমে আর্চবিশপগণ নতুন ধর্মপালকে শুভেচ্ছা জানান। পরে অন্যান্য বিশপগণ, যাজকগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ভক্তজনগণের পক্ষে কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত বিশপ মহোদয়কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য যে, অভিনন্দন জানানের পর বিশপ মহোদয় তার মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

খ্রিষ্টযাগের উপদেশে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস বলেন, যিশু মণ্ডলীতে সাধু পিতরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর মেষদের দেখাশোনা করার জন্য। আর পিতরও তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন এই মণ্ডলীর স্বার্থেই। মেষদের দেখাশুনা করার পবিত্র কাজে ঈশ্বরই বিশেষ শক্তি দান করেন। সকলের প্রার্থনা ও সহযোগিতায় একজন ধর্মপাল তার মেষদের পরিচালনা করতে পারেন বলে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বিশপ মহোদয়ের আত্মীয়, অতিথিবৃন্দ ও সিলেটের খ্রিস্টভক্তদের প্রতিনিধিবৃন্দ পিছন থেকে উপহার সামগ্রী বয়ে নিয়ে যান। করোনার কারণে হল ঘরে খ্রিস্টযাগ হলেও উপাসনা পরিবেশ ছিল যথার্থ। বিভিন্ন ভাষায় উপাসনা সঙ্গীত পরিবেশন খ্রিস্টযাগকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে। উল্লেখ্য খ্রিস্টযাগ বিতরণের সময় বিশপ শরৎ প্রথমে তার মাকে খ্রিষ্টপ্রসাদ প্রদান করেন। পবে বিশপ মহোদয় শেষ আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং ধর্মপ্রদেশের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করেন।

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানান। আর এ সময় ফটোসেশন পর্ব চলে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয় দুপুর ১টায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে নৃত্যের তালে তালে বিশপ শরৎ ও অন্যান্য বিশপদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি. ক্রুজ ও অন্যান্য বিশপগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশপ শরৎ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের এই দিনটি একদিকে স্মরণীয় এবং অন্যদিকে কিভাবে যোগ্য পালক ও যোগ্য সেবক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলব সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি. ক্রুজকে ধন্যবাদ জানান, তার কাজ ও সঠিক নেতৃত্বের জন্য। অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানকে ঘিরে যারা বিভিন্ন ভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে এবং যারা দূর-দূরান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান বিশপ শরৎ।

পরিশেষে এই বিশপীয় অধিষ্ঠানের আহ্বায়ক ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া সিলেট ধর্মপ্রদেশের নতুন ধর্মপালকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে এই অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সুন্দর করতে যারা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন, বিশেষভাবে ফাদারগণ, সেমিনারীয়ানগণ, সিস্টারগণ, যুবক-যুবতী, কারিতাস এবং ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা সাহায্য করেছেন এবং বিভিন্ন পুঞ্জি ও দূর-দূরান্ত থেকে এসে যারা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কোভিড পরিস্থিতির কারণে অনেক উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা যায় নি বলে অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেসবুক পেইজে। যেখানে শত শত মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এ মহতী অনুষ্ঠানে।

এ মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন অনেকে। একই সাথে স্থানীয় জনগণ তাদের ভালোলাগা ও প্রত্যাশার কথাও ব্যক্ত করেছেন:

**সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর একজন খ্রিস্টভক্ত রনি সরকার** বিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের একজন সক্রিয় কর্মী। বেশ কয়েকদিন যাবৎ প্রস্তুতিতে ব্যস্ততায় সময় কাটান। অধিষ্ঠানের দিন বেশ সকাল সকালই অধিষ্ঠানস্থল লক্ষ্মীপুর মিশনে এসে পৌছান। বিশপীয় অধিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আজকের দিনটি সিলেট ধর্মপ্রদেশের জন্য বিশেষ আশির্বাদ ও আনন্দের দিন। কেননা এইদিনে ঈশ্বর আমাদেরকে পরিচালনার জন্য বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন। সিলেটের দ্বিতীয় ধর্মপালের এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। সিলেট

বিভাগের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এই ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কার্যক্রম। দুরবর্তী এলাকা এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সন্নিবেশিত এখানে সেবাদান বেশ কঠিনও বটে। কিন্তু আমরা সকল খ্রিস্টভক্তেরা বিশপ মহোদয়কে পালকীয় কাজে সাহায্য করতে সদাপ্রস্তুত থাকবো। বিশপ মহোদয়ও সকলকে নিয়ে স্থানীয় মণ্ডলী গড়তে চেষ্টা করবেন। কঠিন হলেও আনন্দ পাবেন। নব অধিষ্ঠিত বিশপ মহোদয়ের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা, প্রার্থনা এবং সবসময় পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে কখনো শ্লোগান দিতে, কখনো ঘোষণা দিতে আবার কখনো গেট সাজাতে ও অতিথি আপ্যায়ন করতে দেখা যায় **খেজলা রেমাকে। তিনি লক্ষ্মীপুর মিশনের**

অধিবাসী। অধিষ্ঠানকে ঘিরে তার কেমন অনুভতি জানতে চাইলে মিষ্টি হাসিতে শুরু করেন তার কথা বলা। নব অধিষ্ঠিত বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দেই কেননা এ করোনা মহামারীকালেও তিনি আমাদেরকে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠান করার সুযোগ দিয়েছেন। অনেক মানুষ আসতে না পারলেও যারাই এসেছেন সবায় আনন্দচিত্তে অংশ নিয়েছেন। সিলেটে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস। তারা বেশিরভাগই পাহাড়ে, পুঞ্জিতে বা চা বাগানে কাজ ও বসবাস করে। গরীব-দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীয় উন্নয়নে বিশপ মহোদয় যেমনি কাজ করবেন তেমনি আমরা খ্রিস্টভক্তরাও বিশপ মহোদয়কে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিবো। প্রত্যাশা করি, বিশপ মহোদয় যেন আমাদের গরীব জনগোষ্ঠীকে আশা দান করেন।

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিসের সেবাদান ও দক্ষ পরিচালনায় পাহাড়-বাগানে আরো প্রাণের স্পন্দন জাগরিত হবে, আশাহীনেরা আশাবাদী হবে আর সকলে মিলে খ্রিস্ট মিলন সমাজ গড়ে তুলবে - সে প্রত্যাশায় সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশ্বাসের যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

# করোনাকালীন মান্দিদের বাঁচার লড়াই

**জাসিন্তা আরেং**

বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি করোনাতে মান্দি আদিবাসীদের জীবন-যাত্রা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতোই ভয়-ভীতি, শঙ্কা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে পার করছে। মান্দিরা পাহাড়ি-সমতল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজ-নিজ অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা-দীক্ষায় এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসরও হয়ে গেছে। অনেকেই নিজের পরিশ্রমে দেখেছে অভাবনীয় সাফল্যের মুখ, বেড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাড়া ফেলে দেয়ার মতো অংশগ্রহণও। ফলশ্রুতিতে, মান্দি সমাজে বেড়েছে জীবন-যাত্রার মান, এসেছে অভূত পরিবর্তন। কিন্তু ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে করোনার প্রভাবে শত-শত মান্দি ভাই-বোনদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছে। করোনার থাবায় কর্মচ্যুত হয়ে অনেকেই ফিরে এসেছেন গ্রামের বাড়িতে, গ্রামীণ পরিবেশে খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করছেন জীবন ধারণের উপায়। যারা গ্রামেই বসবাসরত এবং জীবিকার জন্য ছোট-খাটো কাজের ওপর নির্ভরশীল, তারাও করোনাকালে কাজের অভাবে কোনমতে জীবন ধারণের প্রচেষ্টায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। শত-শত পরিবারে অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতোই দেখা দিয়েছে নিদারুণ অভাব-অনটন। একসময়ের স্বচ্ছল পরিবারগুলোও বর্তমানে এতোটাই অভাবে দিন কাটাচ্ছে যে, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করলেও সংকোচবোধের কারণে তা গ্রহণ করতে পারছে না। অনেক কর্মচ্যুত মান্দি ভাই-বোনদের পরিবারে অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি আর্থিক সঙ্কট প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। যেকারণে মান্দি ভাই-বোনেরাও জীবন ধারণের তাগিদে ছোট-বড় যে কোন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। করোনাকালীন অনেক মান্দি ভাই-বোনই সম্ভাব্য বাহক হিসেবে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তাদের কর্মক্ষেত্রে, যা অপ্রত্যাশিত। আবার অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে নানানভাবে তিক্ত অভিজ্ঞতা করেছেন, শিকার হয়েছেন হয়রানির। এমন অনেক অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিন যাপন করছে মান্দিরা যা এই জাতিসত্তার মানুষকে নতুন করে সংগ্রাম করতে শেখাচ্ছে। মূলত, আমাদের দেশের সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি কম শ্রদ্ধাপূর্ণ ও জানা-শোনার অভাব এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে হেয় করে দেখার প্রবণতা থেকেই এসব ঘটনা জন্ম নেয়।

সোসাইটি ফর এনভাইরনমেন্ট অ্যাণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এর গবেষণা গ্রন্থ *Madhupur: The Vanishing Forest and Her Agony*-অনুযায়ী, মধুপুরের বনাঞ্চলের ৪৪টি গ্রামে ১৭ হাজার মান্দিদের ঘনবসতি। এর মধ্যে ৯ হাজার ৩৩১টি পরিবারের ১ হাজার ১৩১ জন নারীরা দেশের বিভিন্ন নগরী-মহানগরীতে বিউটিশিয়ান হিসেবে কর্মরত। এর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট এবং চট্টগ্রামে তাদের কাজ করতে বেশি দেখা যায়। এছাড়াও, ময়মনসিংহের বিভিন্ন প্রান্তিক ও সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তারা এই পেশাবৃত্তিতে জড়িত। এর মধ্যে অনেকেই হতদরিদ্র ও অসহায় পরিবার থেকে উঠে এসেছে। আবার অনেকেই সুবিধাবঞ্চিত; অভাবের কারণে মাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে জীবন ও সময়ের প্রয়োজনে জমি-জমা বন্ধকি বা বিক্রি করে নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করেছিলো। সেখানে তাদের মতো আরও অনেক নারীদের কাজের সুযোগও পেয়েছিলো কিন্তু করোনার ধাক্কায় তাদের পার্লারগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সফলতার মুখ দেখতে না দেখতেই আজ তারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাসা ভাড়া, দোকান ভাড়া, বিভিন্ন ট্যাক্স, কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচসমূহ পরিশোধ না করতে পারায় আজ তারা গ্রামে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)-এর তথ্য অনুযায়ী, করোনার কারণে ১৫ হাজার পার্লার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ১৫ হাজার মান্দি ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছে, হারিয়েছে বেঁচে থাকার জন্য আয়-উপার্জনের একমাত্র উপায়। এর পাশপাশি ১ লাখ ৫০ হাজার বিউটি পার্লারে কর্মরত মান্দি নারীরাও কর্মহীন হয়ে কোনমতে দিনাতিপাত করছে।

এছাড়াও, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে কর্মরত মিশনারী শিক্ষক ও কাটেখিস্টদের তাদের অবস্থা আরও বেশি শোচনীয়। আর্থিক সংকুলান না হওয়ার ফলে তারা গত দুই বছর যাবত যা বেতন পেতেন, বর্তমানে তাও ঠিকমতো পাচ্ছেন না বা যা পাচ্ছেন তা দিয়েও সংসারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে, গ্রামে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাশ বন্ধ থাকার ফলে গরিব শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন নেয়াও যেন অমানবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, কিছু-কিছু মিশনারী বিদ্যালয়গুলোর কোষাগারে পর্যাপ্ত ফাণ্ড না থাকায় শিক্ষকদের বেতন দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা করোনার বিরূপ প্রভাবের কাছে অত্যন্ত অসহায় হয়ে গেছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাও সংসারের নানা জটিলতা, অসুস্থতা ও টানাপোড়েনের মধ্যদিয়ে কোনক্রমে সংসার চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, কিছু-কিছু গ্রামে সন্তানদের স্কুল বন্ধ থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন পরিশোধ করতে হচ্ছে। এছাড়াও, সারা দেশের অভিভাবকদের মতোই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মান্দি মা-বাবারা সন্তানদের পড়াশুনা নিয়ে দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় দিনাতিপাত করছে; কেননা শহরে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনও অনলাইন ক্লাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন, তাদের পক্ষে অনলাইন ক্লাশ করানো এখনও দূরূহ ব্যাপার। সরকারের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ ও ইন্টারনেট সাপোর্ট; কেননা শিক্ষকদের এই সামান্য বেতনে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনে অনলাইনে পাঠদান শহুরে শিক্ষকদের তুলনায় কিছুটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট পাওয়াতো দূরের কথা, মোবাইল নেটওয়ার্ক ঠিকমতো পায় না। ফলে, গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান্দি শিক্ষার্থীরা ঝরে যাচ্ছে। অনেকে মান্দি যুবক-যুবতিরা পাড়ি জমিয়েছে শহরের বুকে, উপার্জনের তাগিদে। একদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার মতো এখনো সুষ্ঠু

ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, অন্যদিকে, মা-বাবা নিরক্ষর হওয়ায় পরিবারেও শিক্ষার অনুশীলন হচ্ছে না। ফলে, যারা সবেমাত্র কলম ধরতে শিখেছিলো; আজ তারা অনুশীলনের অভাবে সব ভুলতে বসেছে। আর যারা পাবলিক পরীক্ষার্থী, তারাও পড়াশুনা ফেলে এখন জীবিকার তাগিদে শহরে বা গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দু-মুঠো খাবারের জন্য মরিয়া হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে এবারের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢলে মান্দিদের বাড়ি-ঘর, চাষের জমি-জমা সবকিছুই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একদিকে, করোনার ক্রমবর্ধমান প্রকোপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবারের আর্থিক সঙ্কট যেন তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় ধর্মপল্লী থেকে চাল, ডাল, তেল, ধানের বীজ, হাইজিন কিটস্ ইত্যাদি এবং প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু তা দিয়ে সাময়িক সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। কাজেই, উচ্চতর কর্তৃপক্ষকেই এর স্থায়ী সমাধান নিয়ে প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে হবে। মান্দি জাতি-গোষ্ঠীদের বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে তাদের প্রতি আলাদাভাবে মনোযোগি হতে হবে। আদিবাসী হিসেবে মান্দিরা যে, সকল ক্ষেত্রেই অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত এবং বৈষম্যের শিকার, এই করোনাকালে তা আরও বেশি স্পষ্ট এবং দৃশ্যমান। তাই যেসব মান্দি ভাই-বোনেরা এই প্রান্তিক ও করোনায় বিপর্যস্ত নিজ জাতি-গোষ্ঠীর ভাই-বোনদের সাহায্যে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম; এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে স্বতস্ফূর্তভাবে সহায়তাদানে এগিয়ে আসা তাদের মানবীয় কর্তব্য নয় কি!

অনেকেই ভেবেছিলেন যে, করোনার প্রকোপ সাময়িক সময়ের জন্য স্থায়ী হবে কিন্তু তা যে তাদের জীবন কঠিন বাস্তবতার সাথে করে তুলবে; তা কেউ এতো গভীরভাবে চিন্তা করেননি। অনেকেই কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে অনিশ্চয়তায় না থেকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা জমানো সামান্য পুঁজি দিয়ে বাড়িতে যতোটুকু চাষাবাদের জায়গা আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন সবজি এবং ধান চাষ করে জীবন ধারণের চেষ্টা করছে। লড়াই করার দৃঢ় মনোবল এবং যে কোন পরিস্থিতি থেকে উঠে আসার এই ইতিবাচক দিকটিই আজও তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, মান্দিরা আদি থেকেই সংগ্রাম করে বেড়ে উঠেছে, যার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা বৈশ্বিক মহামারী দুর্যোগ; সবকিছুর সাথে লড়াই করতে তারা নিজেদের সক্ষম করে তুলেছে। তারা মচকাবে, কিন্তু ভাঙবে না, এটাই মান্দিদের জাত বৈশিষ্ট্য বলা চলে। এই দিকটিই তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতেও সফলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে প্রয়োজন শুধু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে কোন প্রতিকূল ও বৈরি অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। পরিশেষে, আগামী মান্দি প্রজন্ম যেন করোনাভাইরাসের চেয়েও ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন বাস্তবতার মধ্যে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে আমরণ সংগ্রাম করার প্রেরণা ও শিক্ষা খুঁজে পায় এটাই কাম্য। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস- ২০২১-এ মান্দিসহ বিশ্বের সকল আদিবাসী সম্প্রদায় করোনা ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে চলমান এই লড়াইয়ে জয়যুক্ত হোক এটাই প্রার্থনা ॥

**তথ্যসূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক; ৯ জুন, ২০২০**

---

**সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার .....**
**১২ পৃষ্ঠার পর**

পঞ্চায়েত। এখন যে যার মতো করেই চলেন। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বারস্থ হতে হয় মুসলমানদের কাছে। মুলমানরাই সমাজের প্রশাসনের দিকটা দেখেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে মাঝি, জগমাঝি শব্দগুলো শুনলে বলে এটা আবার কী?

**ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান**

ইতিহাস অনুযায়ী সাঁওতাল আদিবাসীরা আদিকাল থেকেই প্রকৃতি পূজারী এবং তাদের পূর্ব পুরুষের পূজা অর্চনা করে থাকেন। যদিও উত্তর বঙ্গের অনেক সাঁওতাল আদিবাসীরা এখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখলে সত্যিই অবাক লাগে। তাদের বেশির ভাগ বাড়িতেই কৃষ্ণ গৌবিন্দ এবং দয়ানন্দের জন্য বিশেষ স্থান আছে। এছাড়াও হিন্দুদের দূর্গা পূজা থেকে শুরু করে যত প্রকার দেবদেবীর পূজা আছে তারা সবই করে থাকেন। এমন কি আমার বাড়িতেও এগুলো সবই চলে। যদিও পরিবার থেকে আমি একাই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি। এমনকি যে সব মেয়ে বিবাহিত বা অবিবাহিত যায় হোন না কেন কেউ যদি ঠাকুরের (হিন্দুদের পুরোহিত) কাছে গুরু মন্ত্র দীক্ষা না নিয়েছে কেউই তাদের হাতের স্পর্শ করা কোন প্রকার খাবার গ্রহণ করে না।

**বিবাহ রীতি**

এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের বিবাহ রীতি এবং বিবাহ অনুষ্ঠানাদি দেখলে মনেই হবে না যে এটা কোন সাঁওতাল আদিবাসীর বিয়ে। মনে হবে কোন উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে হচ্ছে। বর পক্ষ শুরুতেই মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবী করে বসেন, আর কনে পক্ষ দিতেও প্রস্তুত। কারণ এটাই তাদের কাছে একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই তাদের কাছে যৌতুক একটা বিয়ের অপরিহার্য অংশ হিসেবেই মনে হয়। বিয়েতে মাদলের পরিবর্তে এখন বাংলা ঢোল, ব্র্যান্ড পার্টি আর আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ছাড়া চলে না। শুধু তাই নয় বিয়েতে লগ্নের ব্যাপারটা খুবেই কড়াকড়িভাবে পালন করা হয় এবং বিয়েতে হিন্দু পুরোহিত থাকাটা বাঞ্চনীয়। এছাড়াও নিজেদের খুশিমতো অন্যে সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এ রকম বর্তমানে তাদের বিবাহ রীতি ।

**কর্ম জীবন**

শুধু মাত্র কর্ম জীবনেই তারা নিজেদের সাঁওতাল আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দেয়। সেই প্রাচীন কাল থেকে যে রীতিটা চলে আসছে অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করা তা আজও টিকে আছে। এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের নিজস্ব কোন জমি নেই এমন কি বসত ভিটাও নেই, থাকেন খাস জমিতে। আর অন্যের জমিতে কৃষি কাজ চলমান আছে। তবে গত এক দশক থেকে বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা বাড়ীর আশ পাশে গড়ে উঠা বিভিন্ন গামেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করছেন। তবে ঢাকা শহরে আমার জানা মতে হাতে গোন ৬-৭ জন বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন। আর এতেই তারা সন্তুষ্ট।

**উপসংহার**

আমি কাউকে ছোট করার জন্য আমার এ লেখা নয়। আমি শুধু এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসী বলে যে কিছু একটা আছে এবং তাদের এই বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার জন্যই আমার এই লেখা। কারণ অনেকেই জানেন না যে এই দুই জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীদের বসবাস আছে। তাদেরকে মূল ধারায় আনার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

# সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের বাস্তবতা

**লুবান আন্তনী হেম্ব্রম**

কিছুটা হতাশা নিয়ে লেখাটা শুরু করছি। আমি এ পর্যন্ত সাঁওতাল আদিবাসী সম্পর্কে যতটা বই পড়েছি কোন বইয়েই সিরাজগঞ্জ জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। এমন কি অনেক বড়-বড় লেখক সমাজ গবেষক কেউই সিরাজগঞ্জ জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের সম্পর্কে কোন লেখা লেখেননি। মাত্র কিছু বইয়ে বগুড়া জেলার আদিবাসীদের সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য আছে। উত্তর বঙ্গের অনেক সাঁওতাল আদিবাসীরা এখনও জানেন না যে, সিরাজগঞ্জ জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীরা আছেন। আর এ অভিজ্ঞতা আমি করেছি অনেক বার। আমি যখন দিনাজপুরে পড়াশুনা করেছি তখন ঘটনাক্রমে অনেক জায়গায় নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে যখন আমি আমার নাম বলি এবং বাড়ির ঠিকানা বলি তখন সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "সিরাজগঞ্জ জেলায় সাঁওতাল আছে?" আজ অবধি এই রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে কোথায় থেকে যে এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীরা এলো কে জানে! আর উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর ও রাজশাহীর সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবন যাত্রা, কথাবার্তাও এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের থেকে কিছুটা আলাদা। কেন এ রকম? আর এই উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রশ্নও করেছিলাম। সবার উত্তর একটাই ছিল আমরা ভারতের 'হাজারিবাগ' জেলা থেকে এসেছি আর রাজশাহী, দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল আদিবাসী যারা, তারা এসেছেন ভারতের 'ডুমকা' জেলা থেকে। তাই তাদের এবং আমাদের মধ্যে ভাষার এই পার্থক্য। কিন্তু এটা কতটুকু ইতিহাস সম্মত তা আমার অজানা।

এবার আমি সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের কিছু বাস্তবতা তুলে ধরছি।

**অবস্থান**

সিরাজগঞ্জ জেলায় যেসব সাঁওতাল আদিবাসীরা রয়েছেন তারা সংখ্যায় অনুমানিক তিন হাজারের মত। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় মোট ৭টি বড় বড় গ্রামে সাঁওতাল আদিবাসীদের বসবাস। তবে একটি গ্রামে শুধু মাত্র ৫ পরিবার খ্রিস্টান আছে। অপরদিকে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার অধীনে ৬টি গ্রামে সাঁওতাল আদিবাসীদের বসবাস। তবে এ দুই জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীদের গ্রামগুলো মুসলিম ও হিন্দু রায় সম্প্রদায়ের বাড়ি পাশাপাশি। ঘর বাড়ি দেখলে মনে হয় না কোনটা সাঁওতালদের বাড়ি। যা রাজশাহী, দিনাজপুর জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীদের ঘর-বাড়ী দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এ দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের ঘর-বাড়ি দেখলে বোঝার উপায় নেই। যদিও ঘরগুলো মাটি আর টিন সেড দিয়ে তৈরী।

**ভাষা**

সাঁওতাল আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীরা সাঁওতাল ভাষায় কথা বললেও রাজশাহী দিনাজপুরের সাঁওতাল আদিবাসীদের থেকে আলাদা। তাই তারা যখন আমাদের সাঁওতাল ভাষা শুনেন তখন তারা আমাদের মাহালী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বলে মনে করেন। যদিও আমরা মাহালী নই এবং বাঁশ, বেত কাঠের কোন কাজ করি না। তবে ভাষার কথা বলতে গেলে চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখি। কারণ এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষার চেয়ে মনে হয় বাংলায় কথা বলতে বেশি ভালবাসেন। তারা বেশির ভাগ সময়ই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। এছাড়া প্রতিবেশী রায় সম্প্রদায়ের ভাষাও ব্যবহার করেন। আর বর্তমান প্রজন্ম তো সান্তাল ভাষা বলতেও পারে না। তবে ভাষা এরকম হওয়ার একটা কারণ আছে। আর তা হলো অনেক মিশ্র বিবাহ। অনেক সাঁওতাল ছেলেরা, মাহাতো, রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ে করে আনছে এবং সাঁওতাল মেয়েদেরও অন্য সম্প্রদায় ছেলেদের সাথে বিয়ে হচ্ছে। ফলে ভাষার আর চর্চা হয় না আর এ ভাবেই তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

**বংশ পদবী**

তাদের বংশ পদবি ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই। অনেকেই জানেন না তাদের বংশ পদবী কি! ছেলে-মেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করলে শুধু নামটাই বলে পদবী জিজ্ঞেস করলে বলে জানি না। সবচেয়ে চিন্তার বিয়ষ হলো তাদের ভোটার আইডিতে এবং সরকারি খাতায় তাদের নামের পাশে কোন বংশ পদবীর নাম লেখা নেই তাদের ভোটার আইডিতে নামের পাশে মাঝি, আদিবাসী, সরকার, কুমার ইত্যাদি লেখা আছে। আর নারীদের নামের আগে শ্রীমতি লেখা আছে এবং নামের শেষে রানী, কুমারী, বালা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। যার ফলে বেশির ভাগ মানুষই তাদের বংশ পদবী জানেন না। কে বলবে তারা সাঁওতাল আদিবাসী? কোন দিক দিয়ে তারা সাঁওতাল আদিবাসী পরিচয় বহন করেন? আমি নিজে অনেকজনকে বুঝিয়েছি এবং অনেক জনকে লিখেও দিয়েছি তাদের বংশ পদবীর বানান এমন হবে এবং বলেছি যদি কোন সরকারি লোক কোন জরিপে আসলে নামের পাশে পদবী লিখতে বলবেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তাদের উত্তর সরকারি লোকগুলো নাকি পদবীগুলোর বানান লিখতে পারেন না। আর বললেন যে, 'যে কোন একটা লিখলেই হবে।'

**শিক্ষা**

সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের শিক্ষাগত কোন যোগ্যতা নেই বললেই চলে। বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এক ছেলে এসএসসি পাস করেন এবং আমি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। আর আমি মনে করি আমাদের দুজনের এগিয়ে যাওয়ার কারণ হল আমরা দুজনই বোর্ণী বোর্ডিংয়ে ছিলাম এবং দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলাম বলে। আমরা দুজনই অনার্স শেষ করেছি। বর্তমানে এই দুই জেলায় সর্বমোট ৬জন এসএসসি পাস শিক্ষার্থী আছে এবং এখানেই শেষ। কারণ তারপর আর কেউই পড়াশোনা করেনি এবং শিক্ষাতে আশার আলো আর দেখছি না। কারণ এখন এই এলাকার আশেপাশে অনেক গার্মেন্টস বিভিন্ন ফ্যাক্টরী তৈরী হয়ে গেছে। আর ১২-১৩ বছর বয়স হলেই হোক ছেলে বা মেয়ে সবাই এখন টাকা আয়ের জন্য গার্মেন্টস্, ফ্যাক্টরীতেই ছুটছে। দেখলাম এতে বাবা মা সবাই খুশিই আছেন, কারণ টাকা আয় হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে তাদের শিক্ষার যে কি হবে তা আমার অজানা।

**সমাজ ব্যবস্থা**

এই দুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থায় অতি সামান্য পরিমাণ সাঁওতাল আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থার রীতি অনুসরণ করে আসছেন। কিন্তু সিংহভাগই অন্য সম্প্রদায়ের লোক সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। নেই আগের মতো কোন মাঝি পরিষদ,

১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

# প্রবীণ দিবস : একটি অনুচিন্তন

**ফাদার প্যাট্রিক গমেজ**

**প্রথম পর্যায়:**

**দিবস:** সবারই একটা **দিবস** আছে; আছে যাজক দিবস (পুণ্য বৃহস্পতিবার) ; আছে নিবেদিতদের দিবস (২ ফেব্রুয়ারি) ; আছে 'যুব দিবস'। তবে নাই প্রবীণ দিবস। আরো আছে 'বাবা দিবস', 'মা দিবস'; আছে 'শিশুমঙ্গল দিবস'। নাই দাদু-দাদী, নানা-নানী দিবস। যারা অভিজ্ঞ, পরিপক্ক, বয়স্ক, প্রবীণ! যারা হাজারো সেবা দিয়ে, টক-মিষ্টি-ঝাল তিতা-মধু অভিজ্ঞতার পর এখন শান্ত জীবন-যাপন করছে, তাদেরকে নিয়ে কি কোন দিবস হতে পারে না?

**দাদু-দাদী নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস:** বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই শ্রদ্ধেয় এই প্রবীণ ব্যক্তিদের কথা অন্তরে এনে নিজেকেও তাঁদের একজন হিসাবে গণ্য করে, তাদেরই সাথে নিজেকে একাত্ম করে যেন বলছেন: আমরা এখন দাদু তথা ঠাকুরদা। তোমরা অনেকেই ঠাকুরমা! দাদা-দিদিমা! পোপ মহোদয় এই প্রবীনদের দাঁড় করিয়েছেন মা মারীয়ার বাবা মায়ের পাশে অর্থাৎ যিশুর মা মারীয়ার বাবা মায়ের কাছে, যীশুর দাদু ও দিদিমার কাছে, সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না। এই সাধু-সাধ্বীর পর্ব ২৬ জুলাই। তাই ঘোষণা দিলেন পোপ মহোদয় জুলাই মাসের চতুর্থ রবিবার পালিত হবে বিশ্ব পিতামহ পিতামহি এবং প্রবীণ যত আছে তাঁদের দিবস। এক কথায় ঠাকুরমা-ঠাকুরদা; দাদা-দিদিমা ও প্রবীণদের দিবস। দাদু-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের দিবস! দিবসটি শুরু হল এই বছর থেকেই; পালিত হবে প্রতি বছর। দিবসটি উপলক্ষে পিতামহ ও পিতামহি এবং প্রবীণদের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয় বাণীও দিয়েছেন।

**এটা প্রয়োজন ছিল;** কেননা এই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণ অন্যদের দিবস পালন করেন, এবং হয়তো মনে মনে অনেকেই আফ্‌সোসের সুরে বলে: 'আমাদেরও যদি এমন একটি দিবস থাকতো!' হয়তো বা এই আফসোসটিই উপলব্ধি করলেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। এবং ঘোষণা দিলেন এই দিবসটি। বোধ করি, সবার আগে তাঁরাই পোপ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। পোপ মহোদয়ই তাঁদের সাথে একাত্ম হইয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে বাণী রেখেছেন এবারের এই প্রথম দাদু-দাদী নানা-নানী ও প্রবীণদের উদ্দেশে। সেই বাণীর আলোকেই এবং আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার ঝুড়ি নিয়ে আমার এই অনুচিন্তন, এই কথন, যা একান্ত 'আমার' ক'রে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাঁদেরই উদ্দেশে করি নিবেদন।

**প্রবীণ দিবসে প্রভুর সাহসী-বাণী**

বার্ধক্যে প্রৌঢ় বয়সে "আমার সঙ্গে কেউ নেই!"; "আমি নিঃসঙ্গ" !" এমন চিন্তা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সবাই যার যা কাজে ব্যস্ত ; নাতী-নাতনীরা স্কুলে কলেজে ইত্যাদি। তবে পোপ মহোদয়ের বুদ্ধিমত্তা এখানেই: তিনি তাঁদেরকে বলেন: যিশু শুধু শিষ্যদের বলেননি; তিনি আপনাদের বলছেন: " আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদাই আছি" *(মথি ২৮:২০)*। গোটা মণ্ডলী আপনাদের সাথে আছে; আপনাদের কথা চিন্তা করে, যত্ন নেয়। ভয় কিসের? আপনারা একা নন।

**'প্রবীণ দিবস' যেন এক স্বর্গদূত !**

পোপ মহোদয় দিবসটি এমনই এক সময় ঘোষণা দিলেন, যখন গোটা বিশ্বে চলছে বৈশ্বিক মহামারী। সবাই আতঙ্কিত! সবার সাথে শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণদেরও শুনতে হচ্ছে অনেকের মৃত্যুর খবর, করোনায় আক্রান্তের খবর ইত্যাদি। একদিকে আমাদের এই দাদু-দাদী নানা-নানীরা প্রায়শই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন, বহুধরণের শারীরিক সমস্যায় ভুগেন; আবার অন্যদিকে বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহতা! তবে এরই মধ্যেই এই দিবসটি তাঁদের যেন তিক্ত রসের মধ্যে মধু! যেন তাঁদের জীবনে আর্বিভাব হয়েছে নতুন এক বাণী নিয়ে এক স্বর্গদূত, ঠিক যেমন আবির্ভাব হয়েছিল স্বর্গদূত নিঃসন্তান মারীয়ার পিতা পিতা যোয়াকিম ও আন্নার কাছে এক শুভবার্তা নিয়ে: "ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনা শুনেছেন ---- ।"

**তাঁদের জীবনে কারা এই দূত ?**

বাস্তবতায় এই দূত কে বা কারা? এই দূত কারো জন্যে নাতী-নাতনীরা ; পরিবারের সদস্য-সদস্যারা; করো জন্যে অনেক একান্ত আপন বন্ধু যাদের বলা যাবে তাঁদের lifelong friends । যারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে; কুশলাদি ও খবরাখবর নেয়, সময় কাটায় আলাপচারিতায়, --- তারাই তো সেই দূত। আর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ দূত হল ঈশ্বরের বাণী; মঙ্গলসমাচারের বাণী। যেমন, "আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদাই আছি।" যিশুর এই বাণী ম্যাজিকের মত প্রবীণদের মধ্যে কাজ করে: সাহস দেয়; শক্তি যোগায়, তাই না? তাই পোপ মহোদয় বলছেন: "আপনারা প্রতিদিন বাইবেল থেকে পাঠ করুন, বিশেষভাবে মঙ্গলসমাচার থেকে। ঈশ্বরের বাণীই আপনাদের শক্তি দেবে এবং নতুন নতুন চিন্তা-চেতনা সম্ভাবনা এনে দিবে এই প্রবীন বয়সেও।" তরুণ যারা তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন প্রবীণেরা যেন বাইবেল পাঠ করতে পারে। প্রয়োজনে তাঁদের সামনে পড়ে শোনাতে পারে।

**দ্বিতীয় পর্যায়**

**সরাসরি তাঁদের সাথে, তাঁদের উদ্দেশ্যে**

শ্রদ্ধাভাজন পিতামহ-পিতামহি ও প্রবীণগণ; মনে করবেন না যে আপনাদের কোন কাজ নেই! এই পড়ন্ত বয়সেও মনেপ্রাণে যুবা হয়ে আপনারা সমাজে, মণ্ডলীতে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারেন, মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারেন।

**আহ্বান : মঙ্গলবাণী প্রচার :** পোপ মহোদয় বলেন যে, মঙ্গলবাণী ঘোষণা হল আপনাদের একটি আহ্বান। এই আহ্বান অনুসারে আপনাদের বিশ্বাসের শিকড় রক্ষা করা to preserve your roots, তথা বিশ্বাস ও এর যে ঐতিহ্য (tradition) তা রক্ষা করা এবং এগুলো স্মরণ করে (memory) তা তরুণদের কাছে হস্তান্তর করা (to pass on the faith to the young) এবং এর সাথে আপনাদের আহ্বান হল ক্ষুদ্রতমদের, ছোটদের যত্ন নেওয়া care for the little ones।

এই কাজে আপনাদের বয়স, কর্মোক্ষম বা কাজ করতে অক্ষম এমন-সব ব্যাপার কোন ব্যাপারই নয়। আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনাবেন নাতী-নাতনীদের কাছে, তরুণদের কাছে ; তারা এগুলো শুনে দর্শন (vision) হাতে নিবে, কাজে নামবে মনে উৎসাহ নিয়ে বর্তমানের ধারায় ও পদ্ধতিতে। এটাই আপনাদের নিত্যদিনের যাত্রা। এ থেকে রেহাই নেই! আপনাদের নেই কোন অবসর বা retirement.

**(চলবে)**

# বাংলাদেশের স্বীকৃতিবিহীন মুক্তিযোদ্ধারা
# (The Unsung Freedom Fighters of Bangladesh)

বার্থা গীতি বাড়ৈ

**(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)**

বাবা নটরডেম কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন (১৯৫৩-৫৬)। তৎকালীন সময়ে ভারতের সাথে পাকিস্তানের কাশ্মির নিয়ে বিরোধের কারণে যুদ্ধ প্রস্তুতি স্বরূপ কলেজ ইউনিভার্সিটির যুবাদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হত। বাবা খেলাধূলায়, বিতর্কে, নেতৃত্বে অগ্রগামী ছিলেন। ফলে এই সামরিক ট্রেনিংয়েও অগ্রগামী হয়ে মেজর র‍্যাংক পেয়েছিলেন। তিনি জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর কাছ থেকে সনদ পান। বাবার অনেকগুলো ব্যাচওয়ালা সামরিক পোশাকের একটা ছবি ছিল যা যুদ্ধের সময় কাপড়ের গভীর ভাঁজে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন বাবা চট্টগ্রামের চিরিঙ্গা এলাকায় এক অবসর প্রাপ্ত পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তার চা বাগানে ম্যানেজার এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে বেতার বা দূরালাপনী বা সংবাদপত্র ছিল না। ফলে বাবা যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মে মাসের শেষের দিকে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখেন যে, কয়েকজন মুক্তিসেনা তার দিকে অস্ত্র বাগিয়ে আছে আর অবাঙালী বলে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে উঠতে বলছে। বাবার গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ আর মোচের তোড়া দেখে অবাঙালী ভেবে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ভুল হয়েছিল। আরেকটু হলে মেরেই ফেলা হতো। কিন্তু বাবা পরিস্কার বাংলায় তাঁদেরকে তাঁর অবস্থান বুঝিয়ে বলে জানতে চাইলেন অন্যান্য অবাঙালী লোকজন ও তার বস কোথায়। তাকে ছাড়া কাউকেই পাওয়া যায়নি শুনে বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওই অবাঙালীরা তাকে কিছুই টের পেতে না দিয়ে নিজেদের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি একজন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মুক্তিযোদ্ধারা যদি চায় তিনিও তাদের ট্রেনিং দিয়ে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন। তারা আস্থা স্থাপন করলেন বাবার উপর। ধীরে ধীরে বাবা কিভাবে কোথায় কখন গেরিলা এ্যামবুশ করতে হবে, কখন সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, ম্যাপের সাহায্যে যুদ্ধ পরিকল্পনা করার দায়িত্ব নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হলেন স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডার হিসেবে। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে স্ত্রীর আনুমতি নিতে ও ছেলেমেয়েদের দেখে আসার জন্য সেক্টর কমাণ্ডার রফিকুল ইসলাম সাহেব বাবাকে আমাদের নিকট পাঠালেন। তখন মা বাবাকে বলেছিলেন, "দেশ-মাতাকে মুক্ত করতে যাবার অনুমতি তোমাকে না দেয়া কি আমার উচিত হবে?"

সেক্টর কমাণ্ডার রফিকুল ইসলাম, গ্রুপ কমাণ্ডার এ. কে. এম শামসুল আলম সন্দীপ, গ্রুপ নাম্বার ১১২ (ভারতীয়) এর সাথে বাবা দক্ষিণ সাতকানিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধ করেন। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পনের দিন পর আমাদের সাথে মিলিত হন, তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে। তিনি সুশৃংখলভাবে তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে রক্ষিত অস্ত্রের সূদীর্ঘ তালিকা তৈরী করেন। তারপর চট্টগ্রাম কলেজের মাঠে মেজর এনামের নিকট সবাই অস্ত্র সমর্পণ করে স্ব স্ব পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যান।

কয়েকদিন পরই কোলকাতা থেকে প্রত্যাগত এক লোক মারফৎ একটি ক্ষুদ্র চিরকুট মার হাতে এসে পৌছায়। মার বান্ধবী *(ডা: দত্তের স্ত্রী)* সুদূর কোলকাতা থেকে লিখে পাঠিয়েছেন যে চিঠি, তার সারমর্ম হল - এখন তো যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তারা দেশে ফিরবেন, তাই যত শীঘ্র সম্ভব আমরা যেন ঘর খালি করে দিয়ে অন্যত্র চলে যাই। চিঠি পেয়ে মা তো হতবাক! কৃতজ্ঞতার এহেন নমুনা! বড়দি রেগে মেগে মাকে বললো যে, এই বাসায় আর এক মুহূর্তও থাকা যাবে না। পরদিনই ঘর খুঁজে আমরা আবার নজুমিঞা লেইনের একটা পুরনো বাড়ীতে ভাড়া নিয়ে চলে গেলাম। মা দত্তদের এই চরম অকৃতজ্ঞতা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই কয়েকদিন পর এক রোববার সান্ধ্যকালীন মিসাতে অংশগ্রহণের পর তিনি আমাদের নিয়ে দত্ত গিন্নীর সাথে দেখা করতে গেলেন এবং শান্তভাবে বললেন যে, তিনি আশা করেছিলেন যে, দেশে ফিরে তাঁরা তাদের ঘরবাড়ী রক্ষা করার জন্য অন্তত: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। দত্ত গিন্নী কি জানি ইনিয়ে বিনিয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন এমন সময় ভিতর থেকে তাঁদের সুযোগ্য বড় পুত্র (যিনি ইন্টার্নী ডাক্তার ছিলেন ঐ সময়ে) তেড়ে মেড়ে এসে কড়া ভাষায় অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন। কৃতজ্ঞতার এই চরম রূপ দেখে মা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছু না বলে মা নিরবে আমাদের নিয়ে চলে এলেন। দত্তদেরই আরেক ছেলে (কনিষ্ঠ পুত্র) শিশির দত্ত পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীর মহা পরিচালক হয়েছিলেন। শিল্পীপুলের নৃত্যশিল্পী হিসাবে যখন বিজয় বা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর তাঁর দেয়া চমৎকার বক্তৃতা শুনতাম, তখন ভাবতাম - আহা! মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিল তাঁর এই দেশপ্রেম! তিনি ও তাঁর পরিবার তো কোলকাতার নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য শরণার্থীদের মত তাদেরকে রোদে বৃষ্টিতে ভিজে, দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে, শরণার্থী শিবিরগুলোতে পৌছে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়নি। তারা বড়লোক হিসেবে কোলকাতার অন্য বড়লোক আত্মীয়ের বাসায় নিরাপদে ও আরামে দিন কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয়/দশ মাস সময়কালে। যুবক হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র অবদান ছিল না - অথচ স্বাধীনতার সুফল কি দারুণভাবেই না তাঁরা উপভোগ করছেন। অথচ যাঁরা জীবন বাজী রেখে এই দেশে থেকে গেছেন, দীর্ঘ নয়মাসে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে নিদারুণ শঙ্কায় কাটাতে হয়েছে, বহু নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে - তারা কি পেরেছে, স্বাধীনতার সুফল ঐ সুবিধালোভীদের মত ভোগ করতে!

বাবা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরেছিলেন একবারে রিক্ত হস্তে; তাঁর সাথে স্যুভিনিয়র হিসেবে ছিল, পাক সেনাবাহিনীর একটা হেলমেট ও রক্ত মাখা এক গাছা রশি - যা দিয়ে পরাজিত পাক সেনাদের বেঁধে রাখা হত। বাবা স্বাধীনতার পর প্রথমদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলতেন যে, তালিকা হওয়া উচিত সেই সব বিশ্বাস-ঘাতক রাজাকারদের যারা দেশমাতৃকার সাথে বেইমানী করে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পদলেহনকারী কুকুরে পরিণত হয়েছিল এবং নিরীহ বাঙ্গালীকে হত্যা, লুণ্ঠন ও মা বোনের সম্ভ্রমহানীতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা দান করেছিল। এই ঘৃণিত নরপশুরা ছাড়া বাংলার স্বাধীনতাকামী আপামর জনতাই মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকালীন, যুদ্ধাহত বা ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বা প্রান ভয়ে পালানো শরণার্থী শিবির বা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলমান ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত জনতাকে আহার, পানীয়, সেবা বা আশ্রয় দেয়া বাংলার কৃষক দিনমজুর, গৃহস্থ নারী-পুরুষ সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। তারা তো কোন কিছু পাওয়ার আশায় বা কোন সনদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এই যুদ্ধে সামিল হয়নি, শুধুমাত্র দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবেসে, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার যা ছিল তা নিয়েই তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। (সমাপ্ত)

উন্নয়ন ভাবনা

২৮

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

# সমৃদ্ধ জীবনের আশা নিয়ে জীবনযাপন

সহজ-সরল অনাড়ম্বর অথচ সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা অনুশীলনের কিছু দিক হলো যেখানে আমরা অল্প নিয়েই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে, যে সুযোগ-সুবিধা আসে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে, যা সহায়-সম্বল আছে তার প্রতি অনাসক্ত হতে এবং যা নেই তার জন্য দুঃখ ও বেদনাবোধ পোষণ না করতে শেখা *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২২২)*। সহজ-সরল জীবন-যাপনের মাধ্যমে সমৃদ্ধজীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে সচেতনতা নবায়ন করতে পারি; যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

**১. পরিবারই জীবন-সংস্কৃতির প্রাণ-** আমি যেখানে বসবাস করছি সেটা একটি পরিবার; আমাদের পরিবার হল সৃষ্টি ও প্রকৃতির একটি অংশ; পরিবারের আরো বেশি যত্ন নিব। পরিবার জীবন-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, আমাদের নিকট ঈশ্বরের মহামূল্যবান দান; এখানেই আমরা সমাদৃত হতে পারি, এখানেই আমরা সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি এবং এখানেই আমাদের মানবিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে পারে। পরিবারেই আমরা শিক্ষা পাই কিভাবে ভালবাসতে হয়, কিভাবে ভালবাসা পেতে হয়, কিভাবে জীবনকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কিভাবে জিনিসপত্র মর্যাদার সাথে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা পালন করতে হয় এবং কিভাবে প্রকৃতি, প্রতিবেশীর ও দীনদরিদ্রদের প্রতি যত্নবান হতে হয়। পরিবারে একত্রে খাবারের সময়, অবসর সময়, বিনোদনের সময়, প্রার্থনার সময়, প্রকৃতিতে ঘুরাঘুরির সময়টুকু স্কুলের এক একটি পাঠদানকক্ষের মতই আমরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ রস আহরণ করি; তারপর অবিরত সমাজকেই ফলদান করি *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২১৩)*। এখানেই আমরা অভিজ্ঞতা করি একার মধ্যে ঐক্য নেই, বহুকে নিয়ে সত্য ঐক্য সৃষ্টি হয়।

**২. মিতব্যয়িতা ও স্বল্প নিয়ে সুখী হওয়া-** স্বল্পতে সুখী হওয়াই হচ্ছে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য; আমাদের আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মবেষ্টিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সকলের মঙ্গল চিন্তার অকৃত্রিম চেতনা বিস্তার করতে হবে। তাই সম্পদ ও কর্তৃত্বের বাহাদুরী এবং উদ্দেশ্যবিহীন আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা, প্রয়োজন অতিরিক্ত খরচপাতি বর্জন করা, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার রোধ করা, ভোজনবিলাস ও অতি ভোগের মানসিকতা ত্যাগ করে জীবনকে আনন্দপূর্ণ করে গড়তে পারি। একেবারে রিক্ততা জীবনের জন্য বেদনাদায়ক, আবার বহুলতায় সত্যিকারে আনন্দ হারিয়ে যায় কিন্তু বৈচিত্র্যের মাঝে জীবনের মূল ভাবটি খুঁজে পাওয়াই সুন্দরতম দিক।

**৩. অপচয়রোধ ও ঋণ পরিশোধ-** বর্তমান চরম ভোগবাদ বর্জন করে নিষ্প্রয়োজন বেঁচা-কেনার ঘূর্ণাবর্তে ফেঁসে না গিয়ে প্রয়োজন মাফিক কেনাকাটা পরিহার করে, যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু খাবার রান্না ও পরিমিত ভোগ করে; প্রয়োজন অতিরিক্ত খরচপাতি বর্জন করে, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার না করে, ভোজনবিলাস ও অতি ভোগের মানসিকতা বর্জন করে; বাড়িতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিভিশন, এসি, পানির কল, বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের পর বন্ধ রাখার সচেতনতার মধ্যমে ও অন্যকে সচেতন করে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারি। ক্রেডিট ইউনিয়নসহ সকল প্রকার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ঋণ গ্রহণ করে বিনোদন বা উৎসব অথবা বিনোমূলক ভ্রমণ আয়োজন থেকে বিরত থাকে কষ্টার্জিত অর্থ অপচয়রোধ করতে পারি।

**৪. যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি অনুশীলন-** আমাদের নিজের স্বার্থপর গণ্ডি অতিক্রম করে অপরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এখনই। আমরা যদি সৃষ্টজীবের প্রতি প্রকৃত মর্যাদার স্বীকৃতি দেই, অপরের কল্যাণের কথা ভাবি, জীবনপত্রের প্রতি যত্নবান হই, অপরের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি, আশেপাশের পরিবেশের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনার পূর্বেই রক্ষা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি তখন আমাদের মর্যাদার স্বীকৃতি আমরা পাব। নিজের দেহ থেকে শুরু করে জামাকাপড়, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল প্রভৃতির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা; সমন্বিত পরিবেশ সংক্রান্ত অবনতি রোধকল্পে সমাজ উপকৃত হবে এমন 'যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি' অনুশীলন করতে পারি। যদি আমরা আমাদের ভাইবোনদের জন্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্নবান হতে ইচ্ছা করি তবে অপরের জন্য নিস্বার্থ দরদবোধ থাকা এবং সব ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মমগ্নতা প্রত্যাখ্যান করা একান্তই অপরিহার্য *(অনুরূপ-লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২০৮)*।

**৫. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ-** ভোক্তাদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকাটা কত প্রয়োজন তা বর্তমান অতি উৎপাদিত ও ভোগ্যপণ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়। ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের সঙ্গে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সব সময়ই জড়িত থাকে। শাকসবজি, ফুল ও ফলের বাগান করা এবং খাবার হিসেবে ব্যবহার করা; প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা; মাংস গ্রহণ পরিমিত করা, পরিমিত পরিবেশন ও পরিমিত ভোগ, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাবারই রান্না করা, দেশীপণ্য ব্যবহার দিন দিন বাড়াতে পারি ফলে ভোক্ত হিসেবে নৈতিক আচরণ প্রকাশ করে জীবন সমৃদ্ধ করতে পারি।

**৬. দূষণমুক্ত পরিবেশ-** একমাত্র অকপট

গুণাবলীর চর্চা এবং অনুশীলন নিশ্চিত করতে পারলে সকলে নিস্বার্থভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকবে। তখনই শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, জল অম্লীকরণসহ সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। কিছু কিছু অভ্যাস নিজে আয়ত্ত করা এবং অন্যকে অভ্যস্থ হতে উৎসাহিত করা; যেমন- যেখানে সম্ভব যতটুকু সম্ভব হেঁটে চলাচলের অভ্যাস করা, সাইকেল ব্যবহার করা, দলগতভাবে গাড়ি ব্যবহার করা, গণপরিহন ব্যবহার করা, পরিবহণের দূষণকারী কর্মক্রিয়া বর্জন করা, নিয়মিত তাপবর্ধক যন্ত্রটি কম ব্যবহার করে গরম কাপড় পরার অভ্যাস করা, টেকসই ও দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, প্লাস্টিক ও কাগজ ব্যবহার করা থেকে বিরত থ াকা, পানির ব্যবহার কমানো ও অপচয় করার অভ্যাস ত্যাগ করা, বর্জ পৃথক করা, নিষ্প্রয়োজন বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া; খাদ্যসামগ্রী রান্না বা গরম করার সময় ব্যবহৃত জ্বালানির ধোঁয়া অত্যাধিক পরিমাণে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করার ফলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে কম সময় ধরে ব্যবহার করা; কীটনাশক, সার, ছত্রাকনাশক, উদ্ভিদনাশক এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিষাক্ত দ্রব্য যা মাটি ও পানির অম্লীকরণের করে তা পরিহার করে এবং এ ধরণের অন্যান্য অনেক দিকে সচেতন হওয়া ও অন্যকে সচেতন হতে সহায়তা করা। এসব কিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হয় উদার ও মর্যাদাসম্পন্ন সৃজনশীলতা এবং যার মাধ্যমে মনুষ্যত্বেও শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রকাশ ঘটে *(অনুরূপ- লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২১১)*।

**৭. তিনটি 'পি'** (three P's)- 'লাউদাতো সি' পত্রটির নিবিড় সমন্বয় ও কার্যকরী সাড়াদানের ক্ষেত্রে তিনটি 'পি' (three P's) অনুধ্যানে করণীয়সমূহ স্মরণ করতে পারি- plant বা গাছ-গাছড়া লাগানো, protect বা রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও promote বা সংবর্ধিত করা অর্থাৎ 'লাউদাতো সি'র মাণ্ডলিক শিক্ষা সকলের নিকট প্রকাশ ও প্রচার করা যায়।

**৮. সত্য মতকে সত্যরূপে গ্রহণ**- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভিত্তিহীন গুজব ও 'মতের অরণ্য' এ হারিয়ে না গিয়ে বরং বেরিয়ে এসে মূলধারার গণমাধ্যমের উপর নির্ভর হওয়া যেন যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি, প্রকৃত সত্য আহরণ করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে এবছর কমপক্ষে দুইটি বই পড়ার অঙ্গীকার করা; চলমান বিষয় সংক্রান্ত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের গ্রাহক হয়ে পাঠ করা; সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি শিক্ষা সেমিনারে অংশগ্রহণ করা; যা যা নতুন শুনছি তার কিছু অংশ মনে রাখা। আমরা যা শুনি তার মাত্র দশভাগের একভাগ এক বছর পর মনে রাখতে পারি। আগ্রহ চলমান ও অনুশীলন অটুট থাকলে মনে রাখার হাড়ও বাড়বে।

**৯. ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি বর্জন**- অর্থনীতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে *সংগ্রহ কর-চাহিদা পূরণ কর-ছুঁড়ে ফেলার (Take-Make-Dispose)* বর্তমানযুগে প্রচলিত উন্নয়নের মডেলের পরিবর্তে লাউদাতো স্থির অনুপ্রেরণা- *পুনর্নবীকরণ-পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ-অন্যের সাথে সহভাগিতার (Renew-Remake-Share)* রূপান্তরশীল প্রক্রিয়া প্রচলন ও অনুসরণ করা। সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য কোন কিছু তাৎক্ষণিকভাবে বর্জন না ক'রে বা ফেলে না দিয়ে তা পুনরায় ব্যবহার করাটাও ভালোবাসার কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং তার মাধ্যমে আমাদের মানবিক মর্যাদাই প্রকাশ পায় *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২১১)*।

**১০. সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ**- কর্মস্থলে 'ধন্যবাদ' ও 'স্বাগত' এমন সৌজন্যসূচক শব্দ ব্যবহার, ইতিবাচক কথা বলা, ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার, নারী সহকর্মীদের যথাযথ সম্মানসূচক আচরণ করা, নোংরা শব্দ পরিহার করা, সমালোচনামূলক কথা না বলা, বিচারকি কথা-বার্তা পরিহার কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখে। অযাচিত চাটুকারিতার স্বভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকা; কাজের সময় অযথা অন্যের নিকট বসে সময় নষ্ট না করা বরং তাকে কাজ করতে দেয়া এবং নিজে ভাল কাজ করা, কাজে সৃজনশীল চিন্তা করা, অবসর সময়ে উদ্দীপনামূলক লেখা পড়ে নতুন চিন্তা আহরণ করা এসব দায়িত্বশীল আচরণ কর্মপরিবেশ সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

**১১. সকলে ভাই-বোন চেতনা**- পরিবেশের প্রতি যত্নবান হওয়াটা জীবন-যাপনেরই অংশবিশেষ আর সেই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে একত্র মিলেমিশে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে বসবাস করার সক্ষমতা অর্জন। ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের সকলের অভিন্ন পিতা, সুতরাং আমরা সকলে হয়ে উঠেছি পরস্পর ভাইবোন। পরিবারেই এমন সরল ভ্রাতৃত্ববোধ চর্চা শুরু হয়, পরিবারেই আমরা দাবিহীনভাবে চাইতে শিখি, যা-কিছু পেয়েছি তার জন্য অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে "ধন্যবাদ" দিতে শিখি, পরিবারেই আমরা আক্রমণাত্মক মনোভাব ও লোভ সংবরণ করতে পারি এবং কাউকে কষ্ট দিলে বা ক্ষতি করলে নম্রভাবে ক্ষমা আদান-প্রাদান করতে শিখি। আন্তরিকতাপূর্ণ স্বতস্ফুর্ত এমন সব সহজ সরল অঙ্গভঙ্গি, ভদ্র আচরণ ও ভাল অভ্যাস আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় সহভাগিতামূলক জীবন ও শ্রদ্ধাবোধের কালচার বা সংস্কৃতি তৈরিতে সহায়ক হয় যা জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলে *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২১৩)*।

আমাদের অভিন্ন উৎপত্তি সম্বন্ধে, আমাদের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে এবং সবার সাথে সহভাগিতা করার দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা উপস্থিত থাকলে জীবন সম্পর্কে নতুন প্রত্যয়, ইতিবাচক মনোভাব ও অবনত অবস্থার অগ্রগতি সম্ভব। যা আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করার দাবি জানায় *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২০৬)*। আসুন, সবাই মিলে জীবনের প্রতি নতুন শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করি, সকলে অভিন্ন বসতবাটির সদস্য হিসেবে সকলের সমান অধিকার তা স্বীকার করি, টেকসই উন্নয়ন অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বেগবান করি, জীবনের আনন্দপূর্ণ উৎসব করার জন্য ভবিষৎ প্রজন্ম যাতে আমাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে পারে এমন ব্যক্তিগতভাবে ও সমবেতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

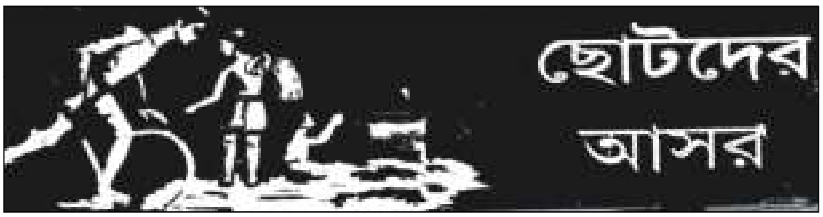


# শিশুদের জন্য কিছু কথা

**হিয়া ডমিনিকা গমেজ**

করোনাকালীন সময়ের পূর্বে শিশুরা বিদ্যালয়ে যেত এবং বিভিন্নভাবে তারা বেশ ব্যস্ত একটি সময় কাটাতে পারতো। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাহিরে বের হওয়াও বেশ বিপদজনক হয়ে উঠেছে। এর ফলে শিশুরা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ( যেমন মুঠোফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, ট্যাবলেট, আইপড, আইপ্যাড, টেলিভিশন) খুব বেশি আসক্ত হয়ে পরছে।

শিশুরা তাদের কিছু সময় অনলাইন ক্লাসে ব্যয় করে এবং বাকি সময় বিভিন্ন গেইম খেলার জন্য ব্যয় করে দিচ্ছে। যার ফলে অকালেই হচ্ছে শিশুদের নানাবিধ চোখের সমস্যা। তাছাড়াও হেডফোন বা ইয়ারফোন দিয়ে গান শোনার সময় অতিরিক্ত শব্দ অর্থাৎ, ৭০ ডেসিবল এর চেয়ে বেশি শব্দের কারণে খুব অল্প বয়সেই শ্রবণ শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে সারাদিন মুঠোফোন নিয়ে বসে থাকার ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। যেমন কারো সাথে কথা বলতে না চাওয়া, সারাদিন মুঠোফোন নিয়ে একা বসে থাকা ও মন খারাপ থাকা।

তাই পিতা-মাতা এবং পরিবারের সদস্যদের উচিৎ শিশুদের সময় দেয়া। তাদের গল্পের বই পড়তে উৎসাহিত করা, তাদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে মনের কথা বোঝার চেষ্টা করা, তাছাড়া প্রতিদিন সকালে উঠে শরীরচর্চা করতে তাদের উৎসাহিত করা, এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজের সাথে যুক্ত রাখা, প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা একসাথে বসে প্রার্থনা করা।

যদি শিশুদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় যে, তারা কোন বিষয় নিয়ে মানসিক চাপ অনুভব করছে তবে তা যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের চেষ্টা করতে হবে আর যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে শিশু কথা বলে সমাধান করতে দ্বিধা বোধ করে তবে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে হবে। যদিও অনেকে লজ্জা বোধ করেন এবং মনে করে বসেন মানসিক চাপ দূর করতে সন্তানকে চিকিৎসকের কাছে কেন নিয়ে যাব? সেক্ষেত্রে মনে রাখা উচিৎ শারীরিক রোগ নিয়ে বসে থাকা যেমন হুমকিস্বরূপ ঠিক তেমনি মানসিক রোগ নিয়ে অবহেলা করাও বিপদজনক।

বলা হয় যে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। যেহেতু শরীর ভালো না থাকলে মনও ভালো থাকে না সেজন্য একটি শিশু শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকে সুস্থ আছে কিনা সে বিষয়ে পিতা-মাতা এবং পরিবারের সদস্যদের মনোযোগ দেয়া উচিৎ। যদি সঠিক সময়ে শিশুদের মানসিক চাপ দূর করা না যায় এবং তা নিয়ে মজা করা হয়, তবে পরবর্তীতে গিয়ে তারা তাদের বাকি জীবনটকে খুব কষ্টকর মনে করতে থাকবে এবং এর ফলে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সেজন্য একটি শিশুর সঠিক বিকাশ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সবসময় গুরুত্ব দিতে হবে।

## উন্নত প্রযুক্তি

- সপ্তর্ষি

আধুনিকতার ছোয়া হারিয়ে যাচ্ছে
মানুষের সুনাম
কালের পরিক্রমায় বিলিন হচ্ছে
বাঙ্গালীর ঐতিহ্য
যতটুকু ছিল গ্রাম-গঞ্জে তাও গেছে
আজ হারিয়ে
দেখা দিয়েছে তাই আন্তরিকতার
বড়ই অভাব।
আগে টিভি দেখতে গিয়েছি ছুটে অন্যের ঘরে
সিনেমা দেখতাম সবাই একসাথে উঠানে বসে
আনন্দ উল্লাস হাসি তামাশা আর দু:খ কষ্টে
পাশে থেকেছি ভালবাসা ও সহানুভুতি নিয়ে।
ঘরে ঘরে এখন এসেছে টিভি আর মোবাইল
জ্ঞানের প্রয়োজন যেন শেষ হয়ে গেছে তাই
ধুলা জমেছে টেবিলে সাজানো বইগুলোতে
মত্ত মানুষ টিভিতে সিরিয়াল আর ফেইসবুকে।
আত্মকেন্দ্রিকতায় ঘেরা ঘর বন্দি সব মানুষ
কারো খোঁজ-খবর নেবার সময় হয় না কভূ
উন্নত প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে তার গতিবেগ
আজ হারিয়েছে সবাই তাই মনের সব আবেগ।

## বাদলের মাদল বাজে

**মার্সেল কান্টা**

বাদলের মাদল বাজে, মেঘ ললনা নাচে,
এলোচুলে বারি ঝরে কিরীট খোঁপায়।
ছম্-ছমা-ছম্ তাল, বেসামাল হালচাল,
ঐ শোন গোলমাল আকাশ পাড়ায়।
নদী ছুটে কলকল, শ্রীচরণে বাজে মল,
কোথা যায় এত জল কোন অমরায়?
মাঝি ভাই হালে বসে,
বিদেহী ভাবনা রসে,
ভাটিয়ালি সুরলয়ে ভুবন মাতায়।

# ভাদুনে যুব এনিমেটর নবায়ন কর্মশালা

**সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ :** ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ২১-২২ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ সেন্টার, ভাদুন এ "যুব সেবা কার্যক্রমে যুব এনিমেটর" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে যুব এনিমেটরদের জন্য একটি নবায়ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২১ জুলাই খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এ কর্মশালা শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার তুষার গমেজ। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশে কিভাবে যিশুর সাক্ষ্য দানের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীতে যুব সেবা প্রদান করা যায় সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের নব নিযুক্ত সেক্রেটারী সিস্টার আন্না মারীয়া এসএসআরএসহ এ বছরের নতুন এনিমেটরদের বরণ নৃত্য, মিষ্টিমুখ, রাখি বন্ধনী এবং ফুল প্রদান করে কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়া হয়। অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ বলেন যে, যুবক-যুবতীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রথমবারের মত এবং তিনি সবাইকে নিয়ে এক সাথে যুবসেবা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়ার জন্যে কমিশনের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, ভাওয়াল অঞ্চলের আঞ্চলিক যুব সমন্বয়কারী হিসাবে ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিওকে কমিশনে বরণ এবং ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। বরণ অনুষ্ঠান শেষে যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন গোছাল "যুব কার্যক্রমে যুব এনিমেটর " এ মূলসুরের উপর তার উপস্থাপনা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যিনি জীবন সঞ্চারী তিনি এনিমেটর। যিনি প্রকৃত জীবন সঞ্চারী তিনি হলেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজে, তাই এনিমেটরগণ যখন খ্রিস্ট আদর্শে জীবন-যাপন করেন তখন তারা প্রথমে তাদের নিজের মধ্যে প্রকৃত জীবন সঞ্চার করে এবং অন্য যুবাদের প্রকৃত জীবন সঞ্চারে যুব সেবা প্রদান করতে পারে। এরপর ফাদার রুবেন গমেজ সিএসসি এর পরিচালনায় এনিমেটরদের বিভিন্ন 'এ্যাকসন সং' (Action Songs) শিক্ষা দান করানো হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে এনিমেটরদের মধ্যে দু'জন মি: নিশাত এ্যান্থনী ও মিস অরণী গমেজ "এনিমেটরদের ব্যক্তি সম্পর্ক ও সেবা কাজ" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোকপাত করেন। তাদের উপস্থাপনার মূল কথাগুলো হ'ল একজন এনিমেটরের ভালো সম্পর্ক থাকবে যুব সমন্বয়কারীর সাথে এবং যুবাদের সাথে, তার মধ্যে থাকবে নমনীয়তা, পরস্পরের মধ্যে থাকবে আস্থা, বিশ্বাস শ্রদ্ধাশীলতা, ছোট-বড়দের প্রতি যথাযথ আচরণ। স্বজনপ্রীতি থাকলে কোন কাজ সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে করা যাবে না। তাই তা পরিহার করতে হবে। এখানে প্রতিভাগত প্রতিযোগিতার কোন স্থান নেই। অংশগ্রহণকারীদের সাথে এনিমেটরদের সম্পর্ক থাকবে কঠোর ও কোমলতার সংমিশ্রণ, আচরণ ও ভাষা থাকবে পরিপক্ক ও সুন্দর, তাদের মধ্যে থাকবে সময়নিষ্ঠতা। তাদের মধ্যে থাকবে ভারসাম্যতা। ব্যক্তিগত ও দলীয় কোন্দল বাদ দিয়ে দায়িত্ব পালনেব ক্ষেত্রে তাকে হতে হবে নিষ্ঠাবান। সেবাকাজ করার ক্ষেত্রে একজন এনিমেটরের থাকবে সেবা দানে ত্যাগস্বীকারের ও সহযোগিতার মনোভাব। কমিশনের বাইরে যে সেবাদান করতে পারে তা হল- পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে ও রাষ্ট্রে। সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ ক্ষেত্রে খ্রিস্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হওয়াই হল যুব সেবা কাজ করা।

৩য় অধিবেশনে ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি "ধর্মপল্লীতে একজন যুব এনিমেটরের ভূমিকা ও সেবাকাজ" সম্পর্কে তার উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন একজন এনিমেটরকে ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ রেখে সেবা কাজ পরিচালনা করতে হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হতে যুবাদের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

উক্ত কর্মশালার শেষ দিনে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ। তিনি তার উপদেশে বলেন যে, যুবাদের সবার আগে যিশুর কাছে আসতে হবে কেননা যখন আমরা যিশুর কাছে আসি, যিশু তখন আমাদের সেবার দায়িত্ব দেন। যিশুর যেমন করেছিলেন ক্রুশের তলায় বিশেষ স্নেহের চোখে যাঁকে দেখতেন সেই প্রিয় যুবক শিষ্যের কাছে। যুব সেবার অন্যতম দিক হিসাবে বর্তমান সময়ে যুবা যথাযথ খ্রিস্টিয় বিশ্বাস ও ভক্তি অনুশীলনের আহ্বান জানান। দু'দিনের এই কর্মশালায় ৫০জন এনিমেটর সহ ৬জন ফাদার, ১জন সিস্টার ও ১জন স্বেচ্ছাসেবী ভাই অংশগ্রহণ করেন।

# কারিতাস প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্পের উৎসাহে বৃক্ষরোপণ

**শিপ্রা রোজারিও :** কারিতাস কালিগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ইউনিয়নের প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে বৃক্ষরোপণ বিষয়ে আলোচনা ও উৎসাহ দানের ফলে বিগত ১৭ জুলাই' ২০২১, ১৫০টি ফলজ ও বনজ (আম, কাঠাল ও নিম) গাছের চারা রোপণ করা হয়। চারা গাছগুলো স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত এবং চারা গাছগুলো উপকারভোগীরা এক যোগে একই দিনে নিজ হাতে নিজেদের বাড়ির আশেপাশে রোপণ করেন। চারা গাছগুলো রোপণ করার ফলে এলাকার সাধারণ জনগণের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে। যার ফলে অন্যান্য কিশোর-কিশোরী দলের সদস্যরাও গাছ রোপনের জন্য উৎসাহিত হয়েছে। এতে করে যেমন পরিবেশের জন্য অপরদিকে আমাদের কিশার-কিশোরীদের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে। শুধু তাই নয়; কিশোর-কিশোরীদের এক দলের সাথে অন্য দলের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখন এক দলের কিশোর-কিশোরীরা অন্য দলের সদস্যদের সাথে ফোনালাপ করে। একদলের সদস্যরা অন্য দলের চারা গাছগুলো দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এতে করে শুধু কিশোর-

কিশোরীদের মধ্যেই নয়; বরং তাদের পিতামাতা-অভিভাবকদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর এ সময়ে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ভার্চুয়ালি সভা করার মাধ্যমে তাদের সাথে প্রকল্পের বিষয়ে, তাদের গঠনমূলক বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করা অব্যাহত রয়েছে। করোনা-১৯ মহামারীর এ সময়েও আশা করছি প্রকল্পের মাধ্যমে গঠনকৃত প্রতিটি কিশোর-কিশোরী, আভিভাবক দলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তব সম্মত সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত চারা গাছ ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অত্র এলাকার সামাজিক নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট হতে স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ করে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমকে সফল করার জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমিটির সাথে কিশোর দলের পিয়ার লিডার এবং কো-লিডাররা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। সে জন্য অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও চারা গাছ রোপনে আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন দানের জন্য কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

# ফাদার বনিফাস মুর্মূর অমৃতলোকে যাত্রা

**ফাদার আন্তনী সেন :** গত ১০ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, আনুমানিক ভোর ৩:৪৫ মিনিটে ফাদার বণিফাস মুর্মূ সেন্ট জন মেরী ভিয়ান্নি হাসপাতালে করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। করোনা রোগের উপসর্গ নিয়ে তিনি দিনাজপুর সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেলেন। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে তাকে দ্রুত ঢাকার সেন্ট জন মেরী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, ইতি মধ্যে তার ফুসফুসের ৭০% ক্ষতি গ্রস্ত হয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে তিনি হাসপাতালে সিস্টার ফাদারদের প্রার্থনা, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত ও অন্তিম লেপন পেয়েছেন। ১০ জুলাই বিকাল সাড়ে পাঁচটায় দিনাজপুর ক্যাথেড্রাল কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

তার মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডু বলেন, " ফাদার বনিফাসের এই অকাল মৃত্যুতে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ একজন নিবেদিত সেবক,কর্মঠ যাজককে হারাল।

মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও ফাদার বনিফাস মূর্মূকে খুবই ভদ্র, নম্র ও অমায়িক ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেন।

**ফাদার বনিফাসের জন্ম, সেমিনারী ও পালকীয় জীবন:**

রাজশাহী ধর্ম প্রদেশের সুরশুনিপাড়া

ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত বড়গাছী নারায়নপুর কানুপাড়া গ্রামে ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আদ্রিয়াস মুর্মূ (মৃত) মাতা জুদিতা সরেন (মৃত)। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ৮ম শ্রেণীতে দিনাজপুর সেন্ট যোসেফ'স মাইনর সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। পর্যায়ক্রমে যাজক হবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ নভেম্বর সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পলের হস্তে ঢাকাস্থ আর্মি ষ্টেডিয়ামে যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

দীর্ঘ ৩৫ বছরের যাজকীয় জীবনে তিনি বোর্ণী, ঠাকুরগাও, নিজপাড়া, মারীয়ামপুর, ধানজড়ি, বলদীপুকুর, পাথ রঘাটা, খালিশা, সর্বশেষ লোহানীপাড়া দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের্ ধর্মপল্লীতে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি কিছু সময়ের জন্য সেন্ট যোসেফ'স সেমিনারী কসবা ও যীশু নাম গৃহ সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

তার এই অকাল মৃত্যুতে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ গভীর ভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। ঈশ্বর তার এই বিশ্বস্ত সেবককে অনন্ত জীবন প্রদান করুণ।

# শ্রীমঙ্গলে নটর ডেম স্কুল এন্ড কলেজের নব নির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন

**ধর্মপ্রদেশের নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২২ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টবর্ষে চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গলে অর্থপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভির্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় নটর ডেম স্কুল এন্ড কলেজের নব নির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামাণ্য আর্চবিশপ বিজয় এন'ডি ক্রুজ, ওএমআই, সিলেট ধর্মপ্রদেশের নব অধিষ্ঠিত মহামাণ্য বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জেমস ক্রুশ, সিএসসি; পবিত্র ক্রুশ সংঘের আরও ২৪ জন ফাদার, ধর্মপ্রদেশের ফাদার সিস্টারগণ, সেমিনারিয়ানবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক ও স্টাফবৃন্দ এবং স্থানীয় খ্রিষ্টভক্ত।

সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় সকলের উপস্থিতিতে বিশপগণ, প্রদেশপাল এবং কলেজের অধ্যক্ষ ভবনের ফিতা কেটে এবং ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু করেন। অতপর শুরু হয় পবিত্র খ্রিষ্টযাগ। এতে প্রধান পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন'ডি ক্রুজ, ওএমআই। খ্রিষ্টযাগের পর পরই বিশপগণ, ফাদার জেমস ক্রুশ, সিএসসি এবং ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার নিকোলাস, সিএসসি পবিত্র জল সিঞ্চনের মধ্যদিয়ে পুরো ভবন আশীর্বাদিত করা হয়। ভবন আশীর্বাদের পর শুরু হয় অতিথিদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও বক্তব্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকল অতিথিদের বরণনৃত্য ও পুষ্প স্তবকের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রতিষ্ঠানের সকলের মঙ্গল কামানায়র প্রধান অতিথি, সংঘের প্রদেশপাল এবং অধ্যক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। স্বাগতিক বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার প্লাসিড রোজারিও, সিএসসি সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই কঠিন বাস্তবতার মাঝেও যে বৃহৎ কাজ সাধিত হয়েছে তার জন্য তিনি সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতপর বিভিন্ন অতিথিগণ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানের শুভ কামনা করেন। অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নটর ডেম ইউনিভারর্সিটি বাংলাদেশ-এর ভিসি শ্রদ্ধেয় ফাদার প্যাট্রিক গেফ্‌নি, সিএসসি; ফাদার ফ্রাঙ্ক কুইনলিভেন, সিএসসি; আমেরিকার পোর্টল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আগত ফাদার চার্লস গর্ডন; সিএসসি, নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ-এর অধ্যক্ষ ফাদার জর্জ রোজারিও, সিএসসি সহ আরও অনেকে। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, বৃহত্তর সিলেট এলকায় পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাদের কাজের শুরুতেই মিশনারিগণ শিক্ষা সেবার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এই এলকার সকল মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনবে। অনুষ্ঠানে স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বিভিন্ন আদিবাসী কৃষ্টি-সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলেন ঐতিহ্যগত নৃত্যের মধ্যদিয়ে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্মরণিকা 'নতুন কুঁড়ি' মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের হাতে ক্রেস্ট এবং উপহার তুলে দেন কলেজের চেয়ারম্যান ফাদার জেমস এবং বর্তমান শিক্ষকমন্ডলী। পরিশেষে প্রদেশপালের ধন্যবাদ বক্তব্য এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে সমাপন হয় নটর ডেম স্কুল এন্ড কলেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।


## লেখা আহ্বান

**সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা। ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা ও ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

**লেখা পাঠাবার ঠিকানা**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
**E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

# কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং-৮১৪/২০০৫, স্থাপিতঃ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

সূত্রঃ কে.সি.সি.সি.ইউ.এল./২০২১-২২/০০৪ ৩ আগস্ট,২০২১ খ্রীঃ

## বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮১৪/২০০৫, স্থাপিতঃ ১৯৮৭ইং)-এর সকল সম্মানীত সদস্য ও সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৯/০৬/২০২১ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২২/১০/২০২১ ইং তারিখ, রোজঃ শুক্রবার, সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত (বিরতিহীনভাবে) সমিতির কার্যালয়ে অর্থাৎ সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার ৩৭৭ দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬ এ সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ১ (এক) জন সম্পাদক, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ, ৪ (চার) জন পরিচালকসহ মোট ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে সমিতির সদস্য ও সদস্যাগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতঃ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী অফিস চলাকালীন সময়ে নির্বাচন কমিটির নিকট থেকে জানা যাবে।

ধন্যবাদান্তে -

**ডাঃ নোয়েল চার্লস গমেজ**
সভাপতি
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

**হেলেন গমেজ**
সম্পাদক
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সূত্রঃ কে.সি.সি.সি.ইউ.এল./২০২১-২২/০০৪ ৩ আগস্ট,২০২১ খ্রীঃ

### সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা গেলঃ

১। জনাব.....সদস্য নং.....কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, মিরপুর, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, অত্র সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে।
৩। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, অত্র সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে।
৪। নোটিশ বোর্ড।

ধন্যবাদান্তে -

**ডাঃ নোয়েল চার্লস গমেজ**
সভাপতি
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

**হেলেন গমেজ**
সম্পাদক
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

***বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভোট কেন্দ্রে আসার সময় সমিতির পাশ বই সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যাদের পাশ বই-এ ছবি নাই, তারা অবশ্যই পাশ বইয়ে ছবি লাগিয়ে সমিতির অফিস থেকে সীল মেরে নিবেন, অন্যথায় ভোট দিতে পারবেন না।***

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

# নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

## নাগরী ক্রেডিট স্বপ্নের নীড় আবাসন প্রকল্পের আওতায় প্লট বুকিং চলিতেছে ...

**সম্মানিত সুধী,**

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। অতীব আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, নাগরী ধর্মপল্লীর খ্রীষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত নাগরী ক্রেডিট স্বপ্নের নীড় আবাসন প্রকল্পের আওতায় প্লট বুকিং চলিতেছে। শুধু আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নয়, প্রবাসীসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে রূপকথার গল্পের মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নির্মল পরিবেশে গড়ে উঠেছে আমাদের এই প্রকল্প এবং অচিরেই বাড়ী করার উপযোগী। এখানে থাকছে সকল ধরণের ধর্মপল্লীর সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থা। সুলভ মূল্যে ৩/৪/৫ কাঠা সাইজের প্লট যে কোন খ্রীষ্টভক্ত ও প্রবাসী খ্রীষ্টভক্ত প্লট বুকিং করতে পারবে এবং এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ মূল্য ছাড় পাবে অথবা সমিতি থেকে ১২০ কিস্তির মাধ্যমে প্লট এর মালিক হতে পারবেন। আবাসন প্রকল্পের **"বরাদ্দকৃত এলাকা"** নিম্নে দেওয়া হলো:

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০১ :**

| গ্রাম | ধর্মপল্লী | ইউনিয়ন | জমির পরিমাণ | প্লটের পরিমাণ | প্লট বুকিং |
|---|---|---|---|---|---|
| তিরিয়া | নাগরী | নাগরী | ১৮৭.৫০ শতাংশ | ২২টি | চলমান |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০২ :**

| গ্রাম | ধর্মপল্লী | ইউনিয়ন | জমির পরিমাণ | প্লটের পরিমাণ | প্লট বুকিং |
|---|---|---|---|---|---|
| ধনুন | নাগরী | নাগরী | ৫৮.৫০ শতাংশ | ১০টি | চলমান |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০৩ :**

| গ্রাম | ধর্মপল্লী | ইউনিয়ন | জমির পরিমাণ | প্লটের পরিমাণ | প্লট বুকিং |
|---|---|---|---|---|---|
| ধনুন | নাগরী | নাগরী | ৩৩.০০ শতাংশ | ০৪টি | চলমান |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০৪ :**

| গ্রাম | ধর্মপল্লী | ইউনিয়ন | জমির পরিমাণ | প্লটের পরিমাণ | প্লট বুকিং |
|---|---|---|---|---|---|
| করান | নাগরী | নাগরী | ৯৩.৩২ শতাংশ | ম্যাপিং পর্যায় | চলমান |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০৫ :**

| গ্রাম | ধর্মপল্লী | ইউনিয়ন | জমির পরিমাণ | প্লটের পরিমাণ | প্লট বুকিং |
|---|---|---|---|---|---|
| আড়াগাঁও | নাগরী | তুমুলিয়া | ৮৬.০০ শতাংশ | ১২টি | চলমান |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০৬ :**

| গ্রাম | ধর্মপল্লী | ইউনিয়ন | জমির পরিমাণ | প্লটের পরিমাণ | প্লট বুকিং |
|---|---|---|---|---|---|
| আড়াগাঁও | নাগরী | তুমুলিয়া | ৩১.২২ শতাংশ | ০৪টি | চলমান |

**উল্লেখিত প্রকল্পে আগে আসলে অগ্রাধীকার ভিত্তিতে আগে প্লট বরাদ্দ দেওয়া হবে:**

**বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি যোগাযোগের ঠিকানা**

**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

নাইট ভিনসেন্ট ভবন, ডাকঘরঃ নাগরী, থানা ঃ কালীগঞ্জ জেলাঃ গাজীপুর।

**মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৬৮৯৮৯২৯, ০১৭১৪০৬৩৪৯৪**

**ই-মেইলঃ nagari_cccul@yahoo.com**

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে**

**শর্মিলা রোজারিও**
সেক্রেটারী
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

**সুমন রোজারিও**
চেয়ারম্যান
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২০৮/২০২১

# অনলাইনে ভর্তি চলছে

https://admission.ndub.edu.bd/

## FALL 2021

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ:
২৬ আগস্ট

স্নাতক/সম্মান/অনার্স প্রোগ্রামসমূহ

বিবিএ  সিএসই  বিএ ইংরেজি (অনার্স)
আইন/এলএলবি (অনার্স)

স্নাতকোত্তর/মাস্টার্স প্রোগ্রামসমূহ

এমবিএ  ইএমবিএ  এলএলএম  এমএসই ইন সিএসই
এমএ ইন ইংলিশ লিটারেচার এবং এমএ ইন ইএলটি অ্যান্ড এপ্লাইড লিংগুইস্টিকস

## নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

### নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর বিশেষ ছাড় (ওয়েইভার)

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (এনডিইউবি)-এ টিউশন ফি থেকে নিম্নোক্ত বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়:
যে কোন মিশনারী কলেজ (নটর ডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সেন্ট যোসেফ'স কলেজ ঢাকা, সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ, নটর ডেম কলজ ময়মনসিংহ, সেন্ট ফিলিপস্ কলেজ, সেন্ট গ্লাডিস্স্ কলেজ, সেন্ট যোসেফ'স কলেজ খুলনা, সেন্ট ইউফ্রেজিস কলেজ, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কলেজ ইত্যাদি) থেকে এইচএসসি পাশ করে এনডিইউবি-র যে কোন অনার্স কোর্সে ভর্তি হলে পুরো চার বছরের টিউশন ফি থেকে ১০% ছাড় দেওয়া হবে।

### অন্যান্য ছাড় সমূহ

১। এসএসসি ও এইচএসসি--উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে এনডিইউবি-তে ভর্তি হলে প্রথম এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৫০% ছাড় দেওয়া হয়;
২। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্ বা দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পুরো চার বছরের অনার্স কোর্সের টিউশন ফি থেকে ৫০% ছাড় দেওয়া হয়;
৩। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা নাতি-নাতনিদের জন্য টিউশন ফি থেকে ৫০% দেওয়া হয়;
৪। দুইজন সহোদর একত্রে এনডিইউবিতে পড়াশুনা করলে একজনকে পুরো চার বছরের জন্য ৫০% ছাড় দেওয়া হয়;
৫। তিনজন সহোদর একত্রে এনডিইউবিতে পড়াশুনা করলে একজনকে পুরো চার বছরের টিউশন ফি থেকে ১০০% ছাড় দেওয়া হয়।

### এমবিএ, ইএমবিএ, বিবিএ, সিএসই শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাভিত্তিক বিশেষ ছাড়

৬। সিজিপিএ ৪.০০ থেকে ৪.০০ পেলে পরবর্তী এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৫০% ছাড় দেওয়া হয়;
৭। সিজিপিএ ৩.৯৪ এবং ৩.৯৯-এর মধ্যে থাকলে পরবর্তী এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৪০% ছাড় দেওয়া হয়;
৮। সিজিপিএ ৩.৮৮ এবং ৩.৯৩-এর মধ্যে থাকলে পরবর্তী এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৩০% ছাড় দেওয়া হয়।

### ইংরেজি (বিএ এবং এমএ) এবং এলএলবি ও এলএলএম' শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাভিত্তিক বিশেষ ছাড়

৯। সিজিপিএ ৩.৮০ বা তার চাইতে বেশি পেলে পরবর্তী এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৫০% ছাড় দেওয়া হয়;
১০। সিজিপিএ ৩.৭৫ এবং ৩.৭৯-এর মধ্যে থাকলে পরবর্তী এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৪০% ছাড় দেওয়া হয়;
১১। সিজিপিএ ৩.৭০ এবং ৩.৭৪-এর মধ্যে থাকলে পরবর্তী এক সিমেস্টারের জন্য টিউশন ফি থেকে ৩০% ছাড় দেওয়া হয়।

### মাস্টার্স প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ছাড়

১২। খ্রিষ্টান মিশনারী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য পুরো প্রোগ্রামের টিউশন ফি থেকে ১০% ছাড় দেওয়া হয়;
১৩। এনডিইউবি থেকে অনার্স পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য ২০% ছাড় দেওয়া হয়;
১৪। কোন এক প্রতিষ্ঠান থেকে আগত তিনজন শিক্ষার্থী একত্রে এনডিইউবি-র মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হলে প্রত্যেককে টিউশন ফি থেকে ২৫% ছাড় দেওয়া হয়।
১৫। বিবাহিত দম্পতিদের উভয়েই এনডিইউবিতে একত্রে মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়াশুনা করলে একজনকে টিউশন ফি থেকে ২৫% ছাড় দেওয়া হয়।

দেখায় পারদর্শিতা ও কর্মে সৎ সাহস

BE A GRADUATE, BE A NOTREDAMIAN

NDUB

For Details Contact

2/A, Arambagh, Motijheel, CPO Box-7, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: +880-2-7195872, +880-2-7195892, 8801781910129

ADMISSION HELPLINE
01708661555

E-mail: info@ndub.edu.bd
www.ndub.edu.bd

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৮
Regd. No. DA-33
❖ 8 - 14 August , 2021, ২৪ - ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
BOOK POST



প্রয়াত রঞ্জন নরেশ রোজারিও

জন্ম : ১১ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম: তুমিলিয়া, ধর্মপল্লী: তুমিলিয়া

# ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

"মরণের পরে যেন তোমারই কাছে যাই
আমরা সবাই একদিন যেন স্বর্গেতে স্থান পাই
সেথায় হবে তোমার সাথে মহামিলন"।

আজ ১৩ আগস্ট, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছো। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবু তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন সাধাসিধে মানুষ, গ্রাম ও মণ্ডলীর সেবায় সবসময় অংশ নিতেন। বাবা হিসেবে তার সন্তানদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। আজ বাবাকে হারিয়ে আমরা এক বুক কষ্টে জর্জরিত ও বাবার ভালবাসা হতে বঞ্চিত সন্তান। বিশ্বাস করি, প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের বাবাকে তাঁর বাগানের প্রয়োজনেই দীর্ঘ বছর বেঁচে থাকা সময়ের আগেই তুলে নিয়ে গেলেন। আর এ বিশ্বাস থেকেই আজ বাবার কাছে অনুনয় করি, তিনি যেন ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় বাগান হতে অসীম কৃপা আশীর্বাদ আমাদের জন্যে বর্ষণ করেন এবং আমরা যেন মাকে নিয়ে তার রেখে যাওয়া আদর্শগুলো আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় করে চলতে পারি। ঈশ্বর বাবার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবার-
স্ত্রী : চারু স্বর্ণালিকা গমেজ
ছেলে-ছেলে বউ: চন্দন-এডলিন, চয়ন-মিতালী, চপল-রত্না
মেয়ে-মেয়ে জামাই : এডভোকেট চন্দনা-সঞ্জিত, সিস্টার বন্দনা (এসএসএল) ও চপলা
নাতি-নাতনি : স্তুতিশ, সুখপ্রা, জয়িতা, জয়নিকা, রুদ্র, রিশান ও টাইলি
বোন : পারুল, মনিকা ও রঞ্জনি এবং পরিবারবর্গ

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School
Govt. Reg. No. 23/English
(Play Group to O' Level)
Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School



Admission going on
2021-2022
Main Campus (Play-O' Level)
Savar Campus: (Play-Std: VI)
Session: July 2021- June 2022
Online Class Running



Dhaka Campus
Bangladesh Baptist Church, 78-D/1, Indira Road,
(West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Website: www.wcischool.org, Contact Number: +88 02 9112949, 01989283257

Savar Campus
National YMCA International Building
B-2, Jaleswar, Radio Colony
Bus Stand (পাম্প), Savar.
+8801709127850, +8801709091205

Our Facilities:
- Air Conditioned Classrooms.
- Secured with CCTV Camera.
- Wide playground and newly constructed school building.
- Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.
- Arrangement of indoor and outdoor games.
- Special Care for slow learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org